কাব্য-গ্রন্থ।

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
মজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা, ৩৪ গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট্,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।
১৩১০ সন।

কাব্য-গ্রন্থ।

পঞ্চম ভাগ।
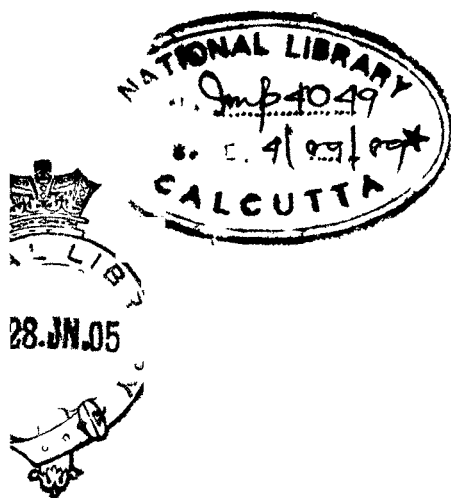
কাব্য-গ্রন্থ।

৫ম ভাগের সূচী।

রূপক।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

কাহিনী।

কথা।

—

কণিকা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

রূপক।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কা'র যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

রূপক।

পরশ-পাথর।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি'
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎ হেন
উড়ে' উড়ে' খুঁজে কা'রে নিজের আলোকে।
নাহি যার চাল চুলা গায়ে মাথে ছাই ধূলা
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হ'ল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার!
আকাশ রয়েছে চাহি', নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ,
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে,—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর!

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা!
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত!
যত করে হায় হায়, কোন কালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর!
সেই মত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর!

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি! কাঁকালে ওকিও দেখি!
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?"
সন্ন্যাসী চমকি উঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন!

কপালে হানিয়া কর বসে' পড়ে ভূমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা!
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ করে' ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে' দিত ছুড়ি',
কখন্ ফেলেছে ছুড়ে' পরশ-পাথর!

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন!
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে' হারানো রতন!
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ!
দিক্ হতে দিগন্তরে মরু-বালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।

অৰ্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অৰ্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর!

দুই পাখী।

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনেব পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে- না,
আমি শিকলে ধবা নাহি দিব!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাখী বলে, আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখী বলে, খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে, আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।

খাঁচার পাখী বলে. নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।
বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে কাছে আয়
বনের পাখী বলে—না
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার!

আকাশের চাঁদ।

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—এই হ'ল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া, কাঁদে সে হু'হাত তুলি।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস, পাখীরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে, বিকালে ঘরের মুখে।
বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে খেলিছে আঙিনা কোণে
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী হাসিছে আপন মনে।
কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায় চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব উঠিছে আকাশ মাঝে।
পথিকেরা এসে তাহারে শুধায় "কে তুমি কাঁদিছ বসি?"
সে কেবল বলে নয়নের জলে—হাতে পাই নাই শশি!

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে অযাচিত ফুলদল,
দখিণ সমীর বুলায় ললাটে দক্ষিণ করতল।
প্রভাতের আলো আশীষ পরশ করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে ঢাকিছে নীরব স্নেহে।
কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি',
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে লইতে বন্ধু করি'।

এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালবাসাবাসি,
সংসারসুখ কাছে কাছে তার কত আসে যায় ভাসি',
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া, কহে সে নয়নজলে,—
তোমাদের আমি চাহি না কারেও, শশি চাই করতলে!

শশি যেথা ছিল সেথাই রহিল, সেও বসে' এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কি ভাবি চাহিল সে মুখ ফিরে',
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে' যায়, মাঝি বসে' গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি' রহে আঁখি মেলি', কহে ম্রিয়মাণ মন,—
শশি নাহি চাই, যদি ফিরে পাই আরবার এ জীবন!

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয়
প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে' গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর প্রতিদিবসের কাজে।

সকাল, বিকাল, দুটি ভাই আসে ঘরের ছেলের মত,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে নয়ন করিয়া নত।
ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি, ছোট কথা, ছোট সুখ,
প্রতিনিমেষের ভালবাসাগুলি, ছোট ছোট হাসিমুখ,
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া মানবজীবন ঘিরি',
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই দেখিতেছে ফিরি' ফিরি' !

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম অতীত জীবন রেখা,
অস্ত রবির সোনার কিরণে নূতন বরণে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া চাহে নি কখনো ফিরে',
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা স্মৃতিসাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পূরবী রাগিণী বাজে,
দু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় ওই জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল তবু পিছে চেয়ে রহে ;—
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায় তার বেশি কিছু নহে !
সোনার জীবন রহিল পড়িয়া কোথা সে চলিল ভেসে !
শৈশব লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি রবিশশিহীন দেশে !

অনাদৃত।

তখন তরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল করিতেছে থলথল,
রাঙা রেখা জ্বলজ্বল কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগন ভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতল পানে চাহিনু ধীরে ;
শুনিনু কাহার বাণী, পরাণ লইল টানি',
যতনে সে জালখানি তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে।

নাহি জানি কত কি যে উঠিল জালে
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনটা বা টলটল কঠিন নয়ন জল,
কোনটা সরম ছল বধূর গালে!
সে দিন সাগরতীরে প্রভাত কালে!

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি' পূরবে
গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলি' জাল ফেলে টেনে তুলি,
উঠিল গোধূলি ধূলি ধূসর নভে।
গাভীগণ গৃহে ধায় হম্বা রবে।

লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে,
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ পরে।
গ্রামপথে নাহি লোক, পড়ে' আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে দুটি চোখ স্বপন ভরে;
ডাকিছে বিরহী পাখী কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি'
কাননে বসিয়াছিল মালাটি পরি'।
কুসুম একটি দুটি তরু হতে পড়ে টুটি',
সে করিছে কুটিকুটি নখেতে ধরি';
আলসে আপন মনে সময় হরি'।

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নয়ন নীচু।

যা' ছিল চরণে রেখে ভূমিতল দিনু ঢেকে ;
সে কহিল দেখে' দেখে' "চিনিনে কিছু !"
শুনি' রহিলাম শির করিয়া নীচু !
ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
বসে' বসে' করিয়াছি কি ছেলেখেলা !
না জানি কি মোহে ভুলে' গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে আনিনু মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা !

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে ?
কোন দুখ নাহি যার, কোন তৃষা বাসনার,
এ সব লাগিবে তার কিসের কাজে ?
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে !

সারাটি রজনী বসি দুয়ার দেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে !
সুখহীন ধনহীন চলে গেনু উদাসীন ;
প্রভাতে পরের দিন পথিকে এসে'
সব তুলে' নিয়ে গেল আপন দেশে !

দেউল।

রচিয়াছিনু দেউল একখানি।
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি'।
রাখি নি তার জানালা দ্বার, সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হ'তে পাষাণভার যতনে বহি' আনি'
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ করেছি এক প্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।
কনক-মণি-পাত্রপুটে, সুরভি ধূপ-ধূম্র উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে, পরাণ উঠে মাতি'।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্ন সম চমৎকার কোথাও নাহি উপমা তার,
কত বরণ, কত আকার কে পারে বরণিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারি ভিতে!

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিয়া থাকে!
উপরে ঘিরি চারিটি ধার দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিয়া থাকে।

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত!
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মত লতার মাঝে নারীর মুখ বিকশি' রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে নয়ন করি' নত,
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।

ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি' বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি'
মন্ত্র পড়ি দিবস রাতি গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন
জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেষহত ঊর্দ্ধমুখী শিখার মত,
শরীর খানি মূর্চ্ছাহত ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়াছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম পশিল গিয়ে মর্ম্মে মম
অগ্নিময় সর্প সম কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি',
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি'।
নীরব ধ্যান করিয়া চূর কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর ভিতরে এল ছুটি',
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'।

দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি ললাটে তাঁর উঠিছে ভাসি,'
জাগিছে এক প্রসাদ হাসি অধর চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার।

সরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমত ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত পালাতে নাহি পারে,
সরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জ্বালিল রবি, প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি কতই ছন্দহারে,
কি গান আজি উঠিল চারিধারে!

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি',
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি!

দেবের কর পরশ লাগি', দেবতা মোর উঠিল জাগি'
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি' আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল 'খুলি'।

—

কণ্টক ও ফুল।

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী;
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি' ;—
তুমি ত কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে'।

আহা মরি মরি কি রঙীন্ বেশ,
সোহাগ হাসির নাহি আর শেষ,
সারাবেলা ধরি' রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে' !
হায় ক'দিনের আদর সোহাগ
সাধের খেলা !
ললিত মাধুরী, রঙীন্ বিলাস,
মধুপ মেলা !

ওগো নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
হাব ভাব হাস, নানা-রঙা বাস
নাহিক জানি !
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে,
কে পারে তাড়াতে আমারে মাড়াতে
ধরণী তলে !
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চির-দিবসের,

বৃষ্টিবাদল ঝড়বাতাসের
না রাখি ভয়!
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,
কারো কাছে কোন নাহি প্রেম-ঋণ,
চাটুগান শুনি' সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়!
আসিবেক শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি',
ফল পল্লব ঝরে' যাবে সব,
রহিব আমি!

চেয়ে দেখ মোরে, কোন বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি।

কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নত মস্তক লুটায়ে ধূলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল,
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দু' দিন তরে।
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে
এ পৃথিবীর।

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন মনে।
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমার,
আমার নাহি।

আছে তব রূপ,—মোর পানে কেহ
দেখে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামী!
ওহে তরু তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদেব প্রতি অতি উদাসীন,
আমি বড় নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।
হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়,
আমাব দৈন্য সে মোব সৈন্য
তাহারি জয়।

নিদ্রিতা।

একদা রাতে নবীন মধুমাসে
স্বপন হতে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া!
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্ব্ব তটে হ'তেছে নিশি ভোর।
আকাশ কোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙ্গে নি ঘুম-ঘোর।
সমুখে পড়ে' দীর্ঘ রাজপথ,
দু'ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি' পূর্ব্ব পানে চেয়ে
আপন মনে ভাবিনু একবার,—
আমারি মত আজি এ নিশি শেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন দেশে,
দুগ্ধফেনশয্যা করি' আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি' তখনি বাহিরিনু
কত যে দেশ-বিদেশ হনু পার!

একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইক জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।
প্রসাদ মাঝে পশিনু সাবধানে
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্ন-দীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।

মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
　　শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি'
　　একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি' পাশে,
　　কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি',
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
　　অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি!
　　দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি;
　　ঘুমের দেশে স্বপন একখানি;
　　পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
　　আপন-ভরা লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
　　না মানে বাধা হৃদয় কম্পন!
ভূতলে বসি আনত করি' শির
　　মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন!
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
　　তাহারি পানে চাহিনু এক মনে,

দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কি আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে!
ভূর্জ্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম।
লিখিনু "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম!"
যতন করি কনকসূতে গাঁথি
রতন হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা!

নিদ্রোত্থিতা।

ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম, উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি' উঠিছে পুন মাতি।
জাগিল পথে প্রহরি দল, দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা জাগিয়া নর নারী।

উঠিল জাগি' রাজাধিরাজ, জাগিল রাণীমাতা !
কচালি' আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতন দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি' শয্যাতলে সুধাল রাজবালা
কে পরালে মালা !

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি' দিল।
আপন-পানে নেহারি' চেয়ে সরমে শিহরিল !
ত্রস্ত হয়ে চকিত-চোখে চাহিল চারিদিকে ;
বিজন গৃহ, রতন দীপ জ্বলিছে অনিমিখে !
গলার মালা খুলিয়া লয়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার সূতে যতনে গাঁথা লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তার,
কোলের পরে বিছায়ে দিয়ে পড়িল শতবার !
শয়নশেষে রহিল বসে' ভাবিল রাজবালা—
—আপন ঘরে ঘুমায়ে ছিনু নিতান্ত নিরালা
কে পরালে মালা !—

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরে উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক্ !

বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে
নব কুসুম মঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি' বৈতালিক গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান।
শীতল ছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি—
কাঁকন বাজে নূপুর বাজে—চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্ম্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি' নয়ন দুটি ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

বারেক মালা গলায় পরে বারেক লহে খুলি',
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি'।
শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে' পাইবে যেন অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা, সে কেহ নাহি বলে!
বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হূহু
কোকিল শুধু অবিশ্রাম ডাকিছে কুহু কুহু।
নিভৃত ঘরে পরাণ মন একান্ত উতালা,

শয়নশেষে নীরবে বসে' ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

কেমন বীর-মূরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা!
দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা!
স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়,—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়!
পার্শ্বে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর,
এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর!
চমকি' মুখ দু'হাতে ঢাকে, সরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভে নি সেইক্ষণ!
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার যেন বিজুলিজ্বালা
শয়ন পরে লুটায়ে পড়ে' ভাবিল রাজবালা—
কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে' কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝর ঝর।
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্ব কেশর।

স্বচ্ছ-হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে দীর্ঘ দুখ-নিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।
মাধবী মাস আবার এল বহিয়া ফুলডালা।
জানালা পাশে একেলা বসে' ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

খেলা।

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবসরাতি,
ছিলনা কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে' পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা!

হঠাৎ হ'ল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে।
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল কখন
দ্বিগুণ বেগে!
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগলপারা,
পাতার ভেলা ডুব্‌ল নালার
তুফান লেগে,
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল যখন
দ্বিগুণ বেগে!

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে
হত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিলনা কাজ
ত্রিভুবনে!

হত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে !

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাট্‌ল বেলা।
ভাব্‌তেছিলেম এতদিনের
নানান্ খেলা!
ভাগ্য 'পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ!
পড়্‌ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা!
ভাব্‌তেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।

মুক্তপাখীর প্রতি।

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি'!—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী,—

হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাই বাকি?—
তোমাপানে চাই কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হ'তে
মাঝে মাঝে রহি' রহি'
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব্ব আশা বহি'।
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসী আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি'!

নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখী।

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথ
পড়েনি সোনার রেখা!
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর!
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী!

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা!
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদ না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা!

হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি ত লৌহডোর!
সকল মেঘের ঊর্দ্ধে যাওগো উড়িয়া,
সেথা ঢাল তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি',
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী!

সিন্ধু পারে।

পউষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি-মুখর রাতি;
নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে,—
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম,—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্ম্মে বাজিল স্বর,—
ঘর্ম্ম বহিল ললাট বহিয়া রোমাঞ্চ কলেবর।

ফেলি আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরল-বসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখী!
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা,—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরণ, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশানধূমে।
নড়িল না কিছু আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি শিহরি সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা ,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্ন-শাখা।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি' দিল ইঙ্গিত করি',—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব 'পরি।
বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া,—বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান, মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।
পথের দু'ধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধসারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখশয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।

নির্জ্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে,—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদশিখরে প্রহরঘণ্টা বাজে।

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই,
অপরূপ এক স্বপ্ন সমান, অর্থ কিছুই নাই।
কি যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগা গোড়া,—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা,
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা মত মনে হয় থেকে থেকে,—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হল মেঘ, মনে হল পাখী, মনে হল কিশলয়,
ভাল করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল?
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে,—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে উঠে বুকে।

ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে ;
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে ঘোড়া চলে যায় ছুটে' !

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্ব্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি',—
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি' !
সাগরে না শুনি জল কলরব, না গাহে উষার পাখী,
বহিল না মৃদু প্রভাত পবন বনের গন্ধ মাখি'।
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ 'পরে,
কনক শিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির কায়ে পাষাণ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখী, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা মত।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা,—
তারি তলে মণি-পালঙ্ক 'পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।

নাহি কোনো লোক, নাহিক প্রহরী, নাহি হেরি দাস দাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যাপরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি' পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এল সর্ব্ব শরীর শিহরি উঠিল প্রাণ ;—
শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।
সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্প রেণু।
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোক রাশি,—
ঘোমটা ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে, -
শুনিয়া চমকি ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম যোড় করে,—
"আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে,
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে!"

অমনি রমণী কনকদণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপ ধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্ব্বা হাতে।

পশ্চাতে তা'র বাঁধি দুই সার কিরাত নারীর দল,
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থ জল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি'
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল!"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিত মত!
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল সাথে বরষি' লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে.—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।
চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র ;—পশ্চাতে বাঁধি সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে লয়ে দীপখানি,—
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাহি বাণী!
কত না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।

কি দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হয়ে যায় মনোভুল,
নানা বরণের আলোক সেথায়, নানা বরণের ফুল।
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত।
মণি বেদিকায় কুসুম শয়ন স্বপ্ন রচিত মত।
পাদপীঠ 'পরে চরণ প্রসারি' শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম—"সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু!"

চারিদিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি!
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।
সুধীরে রমণী দু'বাহু তুলিয়া—অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণ তলে—
"এখানেও তুমি জীবন দেবতা!" কহিনু নয়ন জলে!
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি,—
চির দিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চির দিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশি দিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!
অমল কোমল চরণ কমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে',—

অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি!

ঝর্‌ণাতলা।

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হ'তে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে,
অঘ্রাণেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানিনেক সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম ক'খানি, চিনি দশটি গিরি,
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ওই বনের ধারে ভুট্টাক্ষেতের পাশে
যেখানে ওই ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝর্‌ণা হ'তে আন্‌তে বারি জুট্‌ত হোথা অনেক নারী,
উঠ্‌ত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশ্‌ত কুলুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে!

সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিখর হ'তে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই "তুমি কেগো হবে?"
বস্‌ল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।
অজানা কোন্‌ অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে,
রাত্রি হ'ল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হ'ল দেবদারুর বনে,
ঝর্‌ণাতলায় আন্‌তে বারি জুট্‌ল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুসি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।
কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই,
শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে' পড়ে,—
ঝরণাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফিরে নিঝর বিনে,
শুষ্ককলস ভরে' নিতে কোথায় পাবে ধারা!
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হ'ল হারা!

কোথাও কিছু আছে কিগো—শুধাই যারে-তারে,—
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশপাহাড়ের পারে?

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হুহু করে,
বসে আছি প্রদীপ নেবা তাহার শূন্যঘরে।
শুনি বসে দ্বারের কাছে, ঝরণা যেন তারেই যাচে
বলে, "ওগো আজ্‌কে তোমার নাই কি কোন তৃষা,
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা?"
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি—"হে অজ্ঞাতচারি,
তৃষ্ণা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি!"

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগ্‌ল চোখে ধাঁধা,
চারি দিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ঐ যে আসে কাবে দেখি? আমাদের যে ছিল সে কি!
ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইক পাহাড়, কোনোখানে ঝরণা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?

সে কহিল "যে ঝরণা সেথা মোদের দ্বারে,
নদী হয়ে সে-ই চলেচে হেথা উদার-ধারে।

সেই আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে' অসীমপানে গেছে বেড়ে',
সেই ধরারেই নাইক হেথা পাষাণ-বাধা বেধে'।
"সবই আছে, আমরা ত নেই" কইনু তারে কেঁদে।
সে কহিল করুণ হেসে "আছ হৃদয়মূলে?"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরণাকূলে!

বিরহিণী।

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
কোন বিরহিণী নারী?
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতেই নাহি পারি!
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন খানে।
সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
গাঁথি দিনু গলে কত ফুলহার,
মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে
চাহিল সে মোর পানে!

কিছু দিন যায়, একদিন হায়
ফেলিল নয়নবারি—
"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী!

রতনে জড়িত নূপুর তাহারে
পরায়ে দিলাম পায়ে,
রজনী জাগিয়া ব্যজন করিনু
চন্দন-ভিজা বায়ে!
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন খানে!
কনকে খচিত পালঙ্ক'পরে
বসানু তাহারে বহু সমাদরে,
মনে হল হেন হাসিমুখে যেন
চাহিল সে মোর পানে!
কিছুদিন যায়, লুটায়ে ধূলায়
ফেলিল নয়নবারি—
"এসবে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী!

বাহিরে আনিনু তাহারে, করিতে
হৃদয়-দিগ্বিজয়!
সারথি হইয়া রথখানি তার
চালানু ধরণীময়!
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে!
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তার উঠে চাটু গান,
মনে হল তবে দীপ্ত গরবে
চাহিল সে মোর পানে!
কিছুদিন যায়, মুখ সে ফিরায়
ফেলে সে নয়নবারি!
"হৃদয় কুড়াযে কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী!

আমি কহিলাম 'কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী!"
সে কহিল "আমি যারে চাই, তার
নাম না কহিতে পারি!"

রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে !
সে কহিল "আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি,
চাহি তার মুখ পানে !"
দিন চলে' যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি !
"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিণী নারী !

ভোরের পাখী।

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে !
ভোর না হ'তে ভোরের খবর
কেমন করে' রাখে !
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি

কালীবরণ পুচ্ছ-ডোরেব
হাজার লক্ষ পাকে।
ভোরের পাখী সুপ্ত-বনে
তবু কোথায় ডাকে!

ওগো তুমি ভোবেব পাখি,
ভোবেব ছোট পাখি!
কোন্ অরুণেব আভাস পেয়ে
মেল তোমাব আঁখি!
কোমল তব পাখা'পবে
সোনার রেখা থরে থরে,
বাঁধা আছে ডানায় তব
ঊষার রাঙা রাখী!
ওগো তুমি ভোবেব পাখি,
ভোরের ছোট পাখি!

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুল্‌চে মাটি ব্যেপে,
পাতার 'পরে পাতাব ঢেউ
উঠ্‌ছে ফুলে' ফেঁপে।

তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাথায় মুখ ঝেঁপে !
যেথায় বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে !

ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
যখন ঘুমে রহ,
হঠাৎ তব কুলায়-'পরে
কেমন করে' প্রবেশ করে
আকাশ হ'তে আঁধারপথে
আলোর বার্ত্তাবহ ?
ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ !

কোমল তব বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে,

উড়্‌বে বলে' পুলক জাগে
তোমার পাখাপুটে!
চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তব
উৎসসম ছুটে!
কোমল তব বুকেব তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধারমাঝে তোমার
এত অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়!
তুমি ডাক—"দাঁড়াও পথে,
সূর্য্য আসে স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়!"
এত আঁধারমাঝে তোমার
এত অসংশয়!

আনন্দেতে জাগো আজি,
আনন্দেতে জাগো!
ভোরের পাখী ডাকে যে ঐ
আর নিদ্রা না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথে,
নিদ্রাহীন আঁখির পাতে,
প্রথম ঊষা-কিরণের
আশীর্ব্বাদ মাগো।
ভোবের পাখি-সাথে আজি
আনন্দেতে জাগো।

চিঠি।

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ !
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি !
পেয়েছি এই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ !
কারেও আমি দেখাবনাক সেটি !
লিখন আমি নাহি জানি,
বুঝি না কি যে আছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমারি থাক্ তাহা !
পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বেণু বাজি,
পেয়েছি সুখে পরাণ গাহে আহা !

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত !
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন্ ল'য়ে পুরাণো পুঁথি যত!

শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে !
ধন্দ ল'য়ে পড়িব মহাগোলে !
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে !

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা,
ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে
পুলকে র'ব হ'য়ে পলকহারা !
তখন নদী চলিবে বাহি'
যা আছে লেখা তাহাই গাহি',
লিপির গান গাবে বনের পাতা !
আকাশ হ'তে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি' গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা !

বুঝি না বুঝি খেদ কিবা,
র'ব অবোধসম।
পেয়েছি যাহা কে ল'বে তাহা কাড়ি' !
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি' !
খুঁজিতে গিয়া বৃথা খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর !
না-বোঝা মোর লিপিখানি
প্রাণের বোঝা দিল টানি,'
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর !

কাহিনী।

কত কি যে আসে কত কি যে যায়
   বাহিয়া চেতনা-বাহিনী।
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে' থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি' শত শত
   তুমি গাঁথ বসে' কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
   ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী!

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
   ওগো হৃদয়ের গেহিনী!
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন
   রচিছ জীবনকাহিনী।
আঁধারে বসিয়া কি যে কর কাজ
   ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ
   হৃদিশতদলশায়িনী!
গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে
কি যে আছে কি যে নাই কেবা জানে,
কি জানি রচিলে আমার পরাণে
   কত না যুগের কাহিনী।
কত জনমের কত বিস্মৃতি
   ওগো স্মৃতি অবগাহিনী!

কাহিনী।

গানভঙ্গ।

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখী।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন্ কোথা যাই না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে!
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে, সঘনে বলে বাহা বাহা!

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মত বসি আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভাল না লাগে তার কাছে।
বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি!
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালী মূলতানী সুরে।

ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস জ্বলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নব বর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার সুর ;—
সে সব দিন আর সে সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথানাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল "ওস্তাদজি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি !
এ যেন পাখী লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা !
সেকালে গান ছিল একালে হায় গানের বড় অবহেলা !"
বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।

শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপূর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায় দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা, বাহা বাহা!" কহিছে কানে "গলা ছাড়িয়া গান গাহ!"

সভার লোকে সবে অন্যমনা, কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চলে' যায় ঘরে।
'ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান" ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে 'গরম আজি অতিশয়!'
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ,
নীরব ছিল সভা ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান মাঝে ক্ষীণ তরী,
কেবল দেখা যায় তানপূরায় আঙ্গুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে
হেলার কলরব শিলার মত চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ, দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কি করিয়া!
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে, সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হতে ধরিল গান, আবার ভুলি' দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি' গা'হিতে গিয়া হা-হা করি'।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি',
গানের সূতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি' অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপূরার' পরে রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্য-ক্রন্দন-গাথা।
নয়ন ছলছল প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই," কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপজ্বালা' নয়ন-ভরা ছাড়ি' সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেল দু'টি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।
বরজ করজোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ!
এখন আসিয়াছে নূতন লোক ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিওনা নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী!

একাকী গায়কের নহে ত গান, মিলিতে হবে দুইজনে!
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে!
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্ম্মর ফুটে!
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।

পুরাতন ভৃত্য।

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্ব্বোধ অতি ঘোর!
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন "কেষ্টা বেটাই চোর!"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি' "কেষ্টা,"—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা!
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে!
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকী কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগা গাধা,

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার বড় পুরাতন ভৃত্য!

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি বলে, "আর পারি না কো!
"রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার কেষ্টারে লয়ে থাকো!
"না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
"কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত!
"গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার!
"করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহারেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে',—
বলি তারে "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে!"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায়;—পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ, অতি অকাতর চিত্ত!
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য!

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য;—নহিলে খরচ বাড়ে!

লয়ে বশারশি কবি কশাকশি পোঁটলা পুঁটুলি বাধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,—
"পবদেশে গিয়ে কেষ্টাবে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে !"
আমি কহিলাম "আরে বাম বাম ! নিবাবণ সাথে যাবে !"
বেলগাড়ি ধায় ;—হেবিলাম হায় নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিযা আনে।
স্পর্দ্ধা তাহাব হেন মতে আব কত বা সহিব নিত্য।
যত তাবে দুষি তবু হনু খুসি হেবি পুবাতন ভৃত্য !

নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা কবিল কণ্ঠাগত !
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পবম বন্ধুভাবে
কবিলাম বাসা, মনে হল আশা আবামে দিবস যাবে !
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হবি।
কোথা, হা হন্ত, চিববসন্ত ! আমি বসন্তে মবি !
বন্ধু যে যত স্বপ্নেব মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশবে ভরিল সকল অঙ্গ !
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—"কেষ্ট আয় বে কাছে !
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাচে !"

হেরি তার মুখ ভরে' ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত!
নিশিদিন ধরে' দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য!

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার কোন ভয় নাই, শুন,
"যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কাল ব্যাধিভার আপনার দেহ 'পরে!
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি'!
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য!

দুই বিঘা জমি।

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মত ঠাঁই।"

শুনি রাজা কহে "বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।" –কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি!
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোণার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে!"

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দু বিঘার পরিবর্ত্তে!
সন্ন্যাসিবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি!

হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চখে আসে জল ভরে'।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি, রথ-তলা করি বামে।
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ এ কি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা!

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে!
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা!

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী!
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমিত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!"
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ!
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্ "মারিয়া করিব খুন!"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ!
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভীখ্ মাগি মহাশয়!"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!"

আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

দেবতার গ্রাস।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গিদল গেল জুটি
কত বাল বৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।
পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী!"—বিধবা যুবতী,
দু'খানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে,—অনুরোধ তার
এড়ান কঠিন বড়!—"স্থান কোথা আর"
মৈত্র কহিলন তারে। "পায়ে ধরি তব,'
বিধবা কহিল কাঁদি "স্থান করি লব

কোনমতে এক ধারে!" ভিজে গেল মন
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধাল ব্রাহ্মণ
"নাবালক ছেলেটির কি করিবে তবে?"
উত্তর করিলা নারী—"রাখাল? সে র'বে
আপন মাসীর কাছে। তার জন্মপরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে
বাঁচিব ছিল না আশা; অন্নদা তখন
আপন শিশুব সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে,—সেই হতে ছেলে
মাসীব আদবে আছে মাব কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কা'রে, করিলে শাসন
মাসী আসি অশ্রুজলে ভবিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসীমার বুকে।

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল—বাঁধি' জিনিষপত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে,—সখী দলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে!

ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি'
রাখাল বসিয়া আছে তরী 'পরে উঠি'
নিশ্চিন্ত নীরবে। "তুই হেথা কেন ওরে!"
মা শুধাল,—সে কহিল, "যাইব সাগরে!"
"যাইবি সাগরে, আরে, ওরে দস্যু ছেলে!
নেমে আয়!"—পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে'
সে কহিল দুটি কথা—"যাইব সাগরে!"
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি! অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে
"থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক!" মা রাগিয়া বলে
"চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কাণে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ!
পুত্রে নিল কোলে তুলি,—তার সর্ব্বদেহে
করুণ কল্যাণ হস্ত বুলাইল স্নেহে!
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়!"

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা,—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা,
ছুটে আসি বলে "বাছা, কোথা যাবি ওরে!"
রাখাল কহিল হাসি "চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসী!" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি "ঠাকুর মশায়,
বড় যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,—
কে তাহারে সামালিবে? জন্ম হতে তার
মাসী ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকেনি কোথাও,
কোথা এরে নিয়ে যাবে। ফিরে দিয়ে যাও!"
রাখাল কহিল—"মাসী যাইব সাগরে
আবার ফিরিব আমি!" বিপ্র স্নেহস্বরে
কহিলেন—"যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোন ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা,—পথের বিপদ
কিছু নাই,—যাতায়াতে মাস দুই কাল,—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল!"
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি' নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী

অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে!

যাত্রিদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণ বেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসীর কোলের লাগি।—জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল!
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামল কোমলা! যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি টানিছ তাহাকে

অহবহ, অয়ি মুগ্ধে কি বিপুল টানে
দিগন্ত-বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষপানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীব উৎসুককণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে
"ঠাকুব কথন্ আজি আসিবে জোয়ার!"
সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চাব
দুই কূল চেতাইল আশাব সংবাদে!
ফিবিল তবীর মুখ; মৃদু আর্ত্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দ গীতে
সিন্ধুর বিজয়বথ পশিল নদীতে,—
আসিল জোয়ার!—মাঝি দেবতাবে স্মবি'
ত্বরিত উত্তবমুখে খুলে দিল তবী।
বাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে
"দেশে পঁহুছিতে আব কতদিন আছে?"

সূর্য্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তব বাযুব বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনাবায়ণের মুখে পড়ি বালুচব
সঙ্কীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমব

জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম ! তরণী ভিড়াও তীরে
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রিদল।
কোথা তীর ! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্তজল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। দিগন্তরে যায় দেখা
অতি দূর তটপ্রান্তে নীল বনরেখা ;—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্দ্ধডাক,
ডাকি আত্মজনে ! মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি' করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে—
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,

যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান! শুন এই বেলা,
করহ মানৎ রক্ষা—করিয়ো না খেলা,
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে!"—যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার! তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে!
মাঝি কহে পুনর্ব্বার—"দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্!"
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি—"এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি' দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়!"—"দাও তারে ফেলে"
একবাক্যে গর্জ্জি' উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে! কহে নারী "হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা কর, রক্ষা কর!" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে!

ভৎর্সিয়া গর্জ্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ
"আমি তোর রক্ষাকর্ত্তা!" রোষে নিশ্চেতন

মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ! সত্য ভঙ্গ করে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে।"

মোক্ষদা কহিল "অতি মূর্খ নারী আমি,
কি বলেছি রোষবশে,—ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি ঠাকুর?
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা?
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা?"
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি,
দন্তে দন্ত চাপি বলে! কে তাঁরে সহসা
মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিল বৃশ্চিক দংশ!—"মাসী, মাসী, মাসী,"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি

নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক!
চীৎকারি উঠিল বিপ্র—"রাখ্ রাখ্ রাখ্।"
চকিতে হেরিলা চাহি মূর্চ্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর!—মুহূর্ত্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি আর্ত্ত চোখ
মাসী বলি ফুকারিয়া মিলাল বালক
অনন্ত তিমির তলে;—শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুলবলে ঊর্দ্ধপানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
"ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি ঊর্দ্ধশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে,
আর উঠিলনা। সূর্য্য গেল অস্তাচলে।

নিষ্ফল উপহার।

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি' জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

ঝঝঝর নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুইতীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা
রৌদ্র-বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখ-গুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুইপাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি',
আবার সে পুঁথি'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে ধায়!

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু।
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।

"এখনো উঠাতে পারি" করযোড়ে যাচে
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে!"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন "আছে ওই নদীতলে!"

দীন দান।

নিবেদিল রাজভৃত্য,—"মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে

না ল'য়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নাম সঙ্কীর্ত্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দর দর উদ্বেলিত আনন্দ ধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন। ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি'
সহসা কমল গন্ধে মত্ত হ'য়ে, দ্রুত পক্ষ মেলি'
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে সেই মত নরনারীগণে
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি'
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি'
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্ন বেদিকার পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হ'তে নামি' গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে. কহিলেন নমি' তাঁর পায়ে,
"হের প্রভু স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্ম্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জ্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে?"
"সে মন্দিরে দেব নাই"—কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে

"দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মত কথা কহ!
রত্ন-সিংহাসন পরে দীপিতেছে রতন বিগ্রহ—
শূন্য তাহা?"

"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ"—সাধু কহে,
"আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।"
ভ্রূকুঞ্চিয়া কহে রাজা,—"বিংশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি, অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোন স্থান?"
শান্তমুখে কহে সাধু—"যে বৎসর বহ্নিদাহে
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে, তরুর ছায়ায়
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশলক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি' তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান্
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা মাঝে, মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য শান্তি দয়া প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ

নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে,
সে আমারে গৃহ করে দান।' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ।"
রাজা জ্বলি' রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর। মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্ত্তে চলি যাও।"
সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে—
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্ব্বাসনে
সেই খানে মহারাজ নির্ব্বাসিত কর ভক্তজনে।"

বিসর্জ্জন।

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর
বয়স না হতে হতে পূরা দু'বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন—
স্বামীরেও হারাল মল্লিকা। বন্ধুজন

বুঝাইল,—পূর্ব্ব জন্মে ছিল বহু পাপ
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে,
ব্রতধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে, কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;—
শুনে রামায়ণ কথা,—সন্ন্যাসী সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্ব্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্ব্বনীচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান লাগি। সূর্য্য চন্দ্র হ'তে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি—কোন মতে
কেহ পাছে কোন অপরাধ লয় মনে
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা—সকলের কাছে
আকুল বেদনা ভরে দীন হয়ে আছে!

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর—
যকৃতের ঘটিল বিকার ; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানৎ মাতা, পদামৃত ল'য়ে
করাইল পান, হরিসঙ্কীর্ত্তন গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধাল নারী—ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর ?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই ?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে ?
এত ক্ষুধা দেবতার ? এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্ব্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না ?
ব্রাহ্মণ কহিলা—বাছা এযে ঘোর কলি !
অনেক করেছ বটে তবু এও বলি
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো,
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো ?
দানবীর কর্ণ কাছে ধর্ম্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,

নিজহস্তে সন্তানে কাটিল ; তথনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমিষে !
শিবি রাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে—
পাইল অক্ষয় দেহ ! নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে ?
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে—তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী.—না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে কবিল মানৎ
মা গঙ্গার কাছে ; শেষে পুত্রজন্মপরে
অভাগী বিধবা হল ; গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা গঙ্গারে ডেকে—
মা তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই.
এ জন্মের তরে আর পুত্র আশা নেই !
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী রূপে হয়ে মূর্ত্তিমতী
শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল ! নিষ্ঠা এরে বলে!

মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির করে—
আপনারে ধিক্কারিল,—এতদিন ধরে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চ্চনা,—
নিষ্ঠাহানা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না!

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে। অঙ্গ যেন অগ্নির মতন;
ঔষধ গিলাতে যায় যত বারবার
পড়ে যায়—কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর!
দন্তে দন্তে গেল আঁটি! বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগিগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়ন শিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারিধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর—
ও মাণিক ওরে সোনা, এই যে মা তোর,
এই যে মায়ের কোল, ভয় কিরে বাপ!—
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বর-তাপ

চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল; ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি,—
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিয়া নারী
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি,
কহিল মায়ের ডাক ওই শুনা যায়--
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়—
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা!—জাগিয়াছে কলবোল
অদূরে জাহ্নবীজলে,—এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা গেল শূন্য ঘাটপানে।
কহিল, মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দেগো মা জুড়ায়ে!
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে!—এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে,
চক্ষু মুদি! বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না।
ধ্যানে নিরখিল বসি, মকববাহনা

জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে করে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল ; হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি, দেবীকোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, রে দুঃখিনী এই তুই ধর্
তোর ধন তোরে দিনু!—রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে...“কই মা !...কোথায় !”
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী ;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী—দিবিনে ফিরায়ে ?
মর্ম্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে !

কথা।

কথা কও, কথা কও !
অনাদি অতীত ! অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও, কথা কও !
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে !
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকলভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন !
তুমি তারে কোথা লও !
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও ?

কথা কও, কথা কও !
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও !
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে ।

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও!
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও!

কথা কও, কথা কও!
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও!
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া!
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও!
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও!

কথা।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা। *

(অবদান শতক)

"প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি,"—
অনাথ-পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তিপুরীর গগন লগন-
প্রাসাদে।

বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান,
এখনো ধরেনি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।

* অনাথ-পিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

ভিক্ষু কহে ডাকি—"হে নিদ্রিত পুব,
দেহ ভিক্ষা মোরে, কব নিদ্রা দূব"—
সুপ্ত পৌরজন শুনি সেই সুব
শিহরে।

সাধু কহে,—"শুন, মেঘ ববিষাব
নিজেবে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধাব,
সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগ ধর্ম্ম সার
ভুবনে।"

কৈলাসশিখর হ'তে দূবাগত
ভৈরবের মহা-সঙ্গীতেব মত
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।

বাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্য ধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন,
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জ্জন
বালিকা

যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর,
মনে হল, তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা।

বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহলভরে
নেহারি'।

"জাগ ভিক্ষা দাও!" সবে ডাকি ডাকি,
সুপ্ত সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি,
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারী।

ফেলি দিল পথে বণিক-ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতন-কণিকা,
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।

ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে,
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে,
ভিক্ষু কহে—"ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো!"

বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলী,
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে :—

"ওগো পৌরজন, কর অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান্,
দেহ তাঁরে নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে!"

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোন ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।

রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হল শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।

দীন নারী এক ভূতল-শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।

অরণ্য-আড়ালে রহি কোন মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

ভিক্ষু ঊর্দ্ধভুজে করে জয় নাদ,
কহে "ধন্য মাতঃ, করি আশীর্ব্বাদ,
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে!"

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে।

প্রতিনিধি।

বসিয়া প্রভাত কালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা একদিন—
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা,—এ কি এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড!
ঘরে যাঁর নাই দৈন্য লেশ!
সবই যাঁর হস্তগত রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ?

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে!—
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষা ঝুলি ভরে একেবারে!

তখনি লেখনী আনি কি লিখি দিলা কি জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
"গুরু যবে ভিক্ষা আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তার পায়ে!"

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ!—
"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমাবে দিয়েছ শুধু পথ!
অন্নপূর্ণা মা আমাব লয়েছে বিশ্বেব ভার,
সুখে আছে সর্ব্ব চবাচব,—
মোবে তুমি, হে ভিখারী, মাব কাছ হতে কাড়ি,
কবেছ আপন অনুচব!"

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল একধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।

গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইয়া করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি
বন্দি' তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন, "পুত্র কহ শুনি
রাজ্য যদি মোরে দেবে কি কাজে লাগিবে এবে
কোন গুণ আছে তব, গুণী ?"
"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"
শিবাজি কহিলা নমি' তাঁরে—
গুরু কহে—"এই ঝুলি লহ তবে স্কন্ধে তুলি
চল আজি ভিক্ষা করিবারে !"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে দ্বারে !
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে
ডেকে আনে পিতারে মাতারে !

অতুল ঐশ্বর্য্যে রত, তার ভিখারীর ব্রত!
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে,
ভাবে, ইহা মহতের লীলা!

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম্মকাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি;—
"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুত অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু
সবার সর্ব্বস্বধন চাহি'!"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের একপ্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।

রাজা তবে কহে হাসি ' নৃপতির গর্ব্বনাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস,— আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু কাছে লব গুরু দুখ।"

গুরু কহে "তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্ব্বার !
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন !

বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"–
কহিলেন গুরু রামদাস।

নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,—
"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস!
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে;
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই!
তব রাজ্যে তুমি এস চলে!" *

---

* অ্যাক্‌ওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠী গাথার যে ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজীর গেরুয়া পতাকা "ভাগোয়া ঝেন্দা" নামে খ্যাত।

ব্রাহ্মণ।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়।)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
বনান্তর হতে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান !
;হেন কালে অর্ঘ্য বহি'

করপুট ভরি', পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফলফুলদলে
ঋষিব চবণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—
ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর !

শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
কুশল হউক্ সৌম্য ! গোত্র কি তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণেব আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—

বালক কহিলা ধীরে,—
ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি !—
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম, ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হয়ে পার

ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী কুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা' ;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি ; হেরি তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শিব কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
কহ গো জননী মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম ? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে,—গুরু কহিলেন মোরে,
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—মাতঃ, কি গোত্র আমার
শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত !

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন

জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা —
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্র সিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গ কাকলীগান,
মধুপ গুঞ্জনগীতি, জল কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশিস্ করি শুধাইলা তবে,—
কি গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয় দরশন ?—
তুলি' শির কহিলা বালক,—ভগবন্,
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে,—কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,

বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।
শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি অহঙ্কার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত!

মস্তক-বিক্রয়।

(মহাবস্তবদান)

কোশল নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা ;

ক্ষীণের তিনি সদা শরণ ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশিরাজ শুনিতে পেয়ে
জলিয়া মরে অভিমানে ,—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড় করি মানে!
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি!
ধর্ম্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।"
কহিলা "সেনাপতি, ধর কৃপাণ,
সৈন্য কর সব জড়!
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্,
স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে বড়!"
চলিল কাশিরাজ যুদ্ধসাজে,—
কোশলরাজ হারি' রণে
রাজ্য ছাড়ি' দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূরবনে!
কাশীর রাজা হাসি' কহে তখন
আপন সভাসদ মাঝে—

"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি বলে—"দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহে না ধর্ম্মের পানে!"—
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"—
কাঁদিয়া কহে দশদিক্—
"সকল জগতের বন্ধু যারা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্।"
শুনিয়া কাশিরাজ উঠিল রাগি'
"নগরে কেন এত শোক!
আমি ত আছি তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক।
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এই মত কয়!

মন্ত্রী, রটি' দাও নগর মাঝে,
ঘোষণা কর চারিধারে—
যে ধরি' আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তা'রে।'
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিনরাত।
যে শোনে, আঁখি মুদি' রসনা কাটি'
শিহরি' কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে।
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,—
"কোথা গো বনবাসী বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন মুখে?"
শুনিয়া রাজা কহে, "অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে?"
পথিক কহে "আমি বণিক্‌জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।

এখন্ দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি'
কেমনে রব প্রাণ ধরি!
করুণা-পারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারিধারে,
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে!"
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি,—
"পান্থ যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

বসিয়া কাশিরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে?"
নৃপতি শুধাইল হেসে।
"কোশলরাজ আমি, বন-ভবন,'

কহিলা বনবাসী ধীরে,—
"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহ তা মোর সাথীটিরে!"
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল,
বর্ম্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি' রাজা ক্ষণেক তরে
হাসিয়া কহে--"ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে,
রাজ্য ফিরি' দিব, হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"
জীর্ণচীর-পরা বনবাসীরে
বসাল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি' দিল মলিন শিরে,
ধন্য কহে পুরজনে!

পূজারিণী।

(অবদান শতক)

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন, ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক-প্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি',
পিতাব ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে

মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
সঁপিল যজ্ঞ অনল আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।
কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"

সে দিন শারদ-দিবা অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী,
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি'।
শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা-
"এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা

শূলের উপরে মরিবে সে জনা

অথবা নির্ব্বাসনে ?”

সেথা হ’তে ফিরি’ গেল চলি’ ধীরি

বধূ অমিতাব ঘরে।

সমুখে বাখিয়া স্বর্ণমুকুর

বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,

আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদূব

সিঁথিব সীমার পরে।

শ্রীমতীরে হেবি’ বাঁকি গেল রেখা

কাঁপি গেল তার হাত,—

কহিল, “অবোধ, কি সাহস-বলে

এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চলে’,

কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে

বিষম বিপদপাত !”

অস্ত-ববিব বশ্মি আভায়

খোলা জানালার ধাবে

কুমারী শুক্লা বসি’ একাকিনী

পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,

চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী

চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভূমে
 দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,—
এমনি করে কি মরণের পানে
 ছুটিয়া চলিতে আছে ?"

দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
 লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়
 কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলাল
 নগর-সৌধপরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
 রাজ-দেবালয়ঘরে।

শারদ-নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
জ্বলে অগণ্য তারা।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।
এমন সময়ে হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত।
মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল—"কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি!"
মধুর কণ্ঠে শুনিল—"শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী!"
সে দিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।

সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

অভিসার।

(বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা)

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত ;—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।
কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,

রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে।
নগরীব নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ,
থামিল বাসবদত্তা।
প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌর-কান্তি,
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।
কহিল রমণী ললিতকণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা;—
"ক্ষমা কর মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চল মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর,
এ নহে তোমার শয্যা!"

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
"অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে !
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী.
সময় যে দিন আসিবে, আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে !"
সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়-শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির-মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।
নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথি পরে
কোকিল কুহরি উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তার
আজি অভিসার রাত্রি?
নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির প্রাচীর প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী পড়ে একধারে
তাঁহার চরণোপান্তে।
নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ।

রোগমসী-ঢালা কালী তনু তাব
লয়ে' প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।
সন্ন্যাসী বসি' আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীত চন্দনপঙ্কে।
ঝরিছে মুকুল, কুজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
"আজি বজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা!"

পরিশোধ।

(মহাবস্তবদান)

"রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর,
মুণ্ড রহিবে না দেহে!"—রাজার শাসনে
রক্ষিদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে,
বিদেশী বণিক্ পান্থ তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি';
হস্তে পদে বাঁধি' তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দিশালে।

সেই ক্ষণে
সুন্দরী-প্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি';—নয়ন-সম্মুখে

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি'
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা,—"আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা'লো সহচরী,
বল্‌গে নগরপালে মোর নাম করি—
শ্যামা ডাকিতেছে তারে; বন্দী সাথে লয়ে'
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি!"—শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত। সত্বর পশিল গৃহমাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে—
"অতিশয় অসময়ে অভাজন'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ,—চলেছি সম্প্রতি
রাজকাজে,—সুদর্শনে, দেহ অনুমতি!"
বজ্রসেন তুলি' শির সহসা কহিলা—
"একি লীলা, হে সুন্দরী, একি তব লীলা!
পথ হতে ঘরে আনি' কিসের কৌতুকে
নির্দ্দোষী এ প্রবাসীর অবমান দুখে

করিতেছ অবমান!"—শুনি শ্যামা কহে
"হায় গো বিদেশী পান্থ কৌতুক এ নহে!
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ অলঙ্কার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে; তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।"
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দু'টি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে
"আমাব যা আছে লয়ে নির্দ্দোষী বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও!"—কহিল প্রহরী
"তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দবী,
এত এ অসাধ্য কাজ! হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।"—ধরি' প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা,—"শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো এ মিনতি করি!"—
"রাখিব তোমার কথা,"—কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি' বন্দিশালা

রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা',
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন—
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
বক্ষী আসি' খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদস্বরে—
"বিপাকেব বিভীষিকা রজনীব প'বে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র ঊষাসম
কে তুমি উদিলে আসি' কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুব প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি
নিষ্ঠুর নগবী মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী।"—
"আমি দয়াময়ী!" রমণীব উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি' নব ভয় ত্রাসে
ভয়ঙ্কর কারাগার! হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি'! কাঁদিয়া কহিলা—
"এ-পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মত কেহ নাহি আর!"—

এত বলি' দৃঢ়বলে ধরি' হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে,
পূর্ব্ব বনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
"হে বিদেশী এস এস" কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার পরে—"হে আমার প্রিয়
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো—
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি' হে হৃদয়স্বামী
জীবন-মরণ-প্রভু!"—নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখীগুলি
আনন্দ-উৎসব-গান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি' ভরি' নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল—"কহ মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কি সম্পদ দিয়ে!
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী
এ দীন দরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে?"—আলিঙ্গন ঘনতর করি'
"সে কথা এখন নহে" কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণ বায়ুভরে
তূর্ণ স্রোতোবেগে। মধ্য গগনের পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি' স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট ; কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে ; জনপদ-বাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার তরে
কর্ণধার। বনচ্ছায়া স্তব্ধ শব্দহীন ;
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন ;
পক্কশস্যগন্ধহর মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ,—পরিপূর্ণ প্রণয়-পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ—কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে—
"ক্ষণিক শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে! কি করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহ বিবরিয়া!
মোর লাগি কি করেছ জানি যদি প্রিয়ে

পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ!" বস্ত্র টানি' মুখ 'পরি
"সে কথা এখনো নহে"—কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত অচলের ঘাটে,—তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগত প্রায়,—
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো; ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মত। প্রদীপ নিবায়ে
তরী বাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘন-নিঃশ্বসিত মুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা; পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে' বক্ষতল
বিদেশীর—সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা,—"প্রিয়তম,

তোমা লাগি' যা করেছি কঠিন সে কাজ
সুকঠিন—তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা! সংক্ষেপে সে ক'ব—
একবার শুনে মাত্র মন হ'তে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো!

বালক কিশোর

উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরী-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্ব্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্ব্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব!"

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল—অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি ব'হি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ! অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হ'তে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে'; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহা মাঝে; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন

পাষাণপুত্তলী ; মাথা রাখি' তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা ; মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে—আর্ত্ত নারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে—"ক্ষমা কর নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাৎ
হোক্ বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি' যা করেছি তুমি ক্ষমা কর!"
চরণ কাড়িয়া ল'য় চাহি' তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে—"আমার এ প্রাণে
তোমার কি কাজ ছিল! এ জন্মের লাগি'
তোর পাপ-মূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত! কলঙ্কিনী.
ধিক্ এ নিঃশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী!
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে!"
এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে

নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে—অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি' বনানীরে করিল চকিত
প্রতিক্ষণে ঘন গুল্মগন্ধ-পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে ; তরুকাণ্ডগুলি
চারিদিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি'
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ ; রুদ্ধ হল চারিধার ;
নিস্তব্ধ নিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্ত কলেবর
পথিক বসিল ভূমে। কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম ! সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তা'রে অনুসরি'
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ করে'
গর্জ্জিল পথিক—"তবু ছাড়িবি না মোরে !"
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্ত বেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে

সর্ব্ব অঙ্গ তার ; আর্দ্র গদ্‌গদ-বচনা
কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় ; "ছাড়িব না ছাড়িব না"
কহে বারম্বার, "তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, কর মর্ম্ম-ঘাত,
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।"—
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কি যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা! লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে!
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতি স্বর,—তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমিপরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যথন
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ-বরণ
মন্দির-ত্রিশূল-চূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদী ধারে ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন

হানিল সর্ব্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে—"কে গো গৃহছাড়া
এস আমাদের ঘরে!" দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি,—তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর পরে
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি। শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি'। ঝঙ্কার তাহার
শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পাড়' একভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি,—রাশিকৃত করি
তারি পবে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি'—
সুকুমার দেহগন্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।
শুক্ল পঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণ তরুশিরে পড়িয়াছে নামি'

শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন—"এস এস প্রিয়া"—
চাহি' অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্ত্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম—
"এস এস প্রিয়া!" "আসিয়াছি প্রিয়তম!"
চরণে পড়িল শ্যামা—"ক্ষম মোরে ক্ষম!
গেল না ত সুকঠিন এ পরাণ মম
তোমার করুণ করে!" শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ পরে,—
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি' বাহু মেলি',
চমকি উঠিল,—তারে দূরে দিল ঠেলি,
গরজিল—"কেন এলি, কেন ফিরে এলি!"
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া—দিল ফেলি
জ্বলন্ত অঙ্গারসম—নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি;
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি'
লাগিল দহিতে তারে; মুদি' দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ—"যাও যাও ফিরে
মোরে ছেড়ে চলে যাও!" নারী নতশিরে

ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল, তারপরে নামি' নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে—
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব্ব স্বপন
নিশার তিমির মাঝে মিলায় যেমন।

সামান্য ক্ষতি।

(দিব্যাবদান মালা)

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে;
স্নানে চলেছেন শত সখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।
সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে।

নিকটে যে ক'টি আছিল কুটীর
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখীর
কূজন উঠিছে কাননে।
আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি' ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মাণিক ঝলকি' আঁচলে
নেচে' চলে যেন নটিনী।
কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী।
মৃণাল ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।
স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে—
মহিষী কহিলা "উহু শীতে মরি
সকল শরীর উঠিছে শিহরি!

জ্বেলেদে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে!"
সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগল পরাণী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি;—
সহসা সবারে ডাক দিয়া রাণী
কহে সহাস্য আননে:—
"ওলো তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটীর কাহার অদূরে!
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত কবিব কর পদতল!"
এত বলি রাণী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে!
কহিল মালতী সকরুণ অতি
"একি পরিহাস রাণী মা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি'?
এ কুটীর কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা!"

রাণী কহে রোষে—"দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে !"—
অতি দুর্দ্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মত
আগুন লাগাল কুটীরে !
ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে ধূম্র বিদারি'
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি'
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি'
বহ্নি আকাশ জুড়িল।
পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী,
ফণা নাচাইয়া অম্বরপানে
মাতিয়া উঠিল গর্জ্জনগানে,—
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী।
প্রভাত পাখীর আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল ;—

দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তর বায়ু হইল প্রবল,—
কুটীর হইতে কুটীরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।
ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়-লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী সাথে
ফিরে গেল রাণী কুবলয় হাতে
দীপ্ত অরুণ-বসনা!

তখন সভায় বিচার আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সঙ্কোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।
সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা
রক্তিমমুখ সরমে;

অকালে পশিলা রাণীর আগার,—
কহিলা "মহিষী, একি ব্যবহার ?
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বল কোন্ রাজধরমে ?"
রুষিয়া কহিলা রাজার মহিলা
"গৃহ কহ তারে কি বোধে ?
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটীর
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর ?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।"
কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে,—
"যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটীরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে !"
রাজার আদেশে কিঙ্করী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া ;
অরুণ বরণ অম্বরখানি
নির্ম্মম করে খুলে' দিল টানি.

ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রাণীদেহে তুলিয়া।
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে ক'টি কুটীর হল ছারখার
যতদিনে পার সে ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে !
বৎসর কাল দিলেম সময়
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটীর নাশিয়া !"

মূল্য-প্রাপ্তি।

(অবদানশতক)

অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া।
তুলি লয়ে, বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন,—
হেন কালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন :—
"অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব
কত মূল্য লইবে ইহার ?
বুদ্ধ ভগবান্ আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।"
মালী কহে এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা—
পথিক চাহিল তাহা দিতে,—
হেন কালে সমারোহে বহু পূজা অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।

রাজেন্দ্র প্রসেনজিত উচ্চারি' মঙ্গল গীত
চলেছেন বুদ্ধ দরশনে—
হেরি অকালের ফুল— শুধালেন, "কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।"
মালি কহে "হে রাজন্ স্বর্ণ মাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।"
"দশমাষা দিব আমি' — কহিলা ধরণী-স্বামী,
"বিশমাষা দিব" পান্থ কয়।
দোঁহে কহে "দেহ দেহ," হার নাহি মানে কেহ,
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত!
কহিল সে করযোড়ে "দয়া করে ক্ষম মোরে—
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।"
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি' কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি।

সুদাস রহিল চাহি,— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি'
প্রভুর চরণপদ্ম পরে।
বরষি' অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি'
"কহ বৎস কি তব প্রার্থনা!"
ব্যাকুল সুদাস কহে— "প্রভু আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এককণা।"

নগরলক্ষ্মী।

(কল্পদ্রুমাবদান)

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,—
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?"

শুনি' তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর যুড়ি— "ক্ষুধার্ত্ত বিশালপুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী!"

কহিল সামন্ত জয়সেন—
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ,
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ?"

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্ম্মপাল
"কি কব, এমন দগ্ধ ভাল,—
আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর যোগান কঠিন,
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারও উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক্ সে সভাঘরে, ব্যথিত নগরী 'পরে

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি!

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদ-সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়েঃ—

ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া!
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা;
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।”

বিস্ময় মানিল সবে শুনি’ঃ—
“ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী—
কোন্ অহঙ্কারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরু কাজ!
কি আছে তোমার, কহ আজ!”

কহিল সে নমি' সবা কাছে—
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে !
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া
প্রভু আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা !"

অপমান-বর।

(ভক্তমাল)

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটীর তাহার ঘিরিয়া দাঁড়াল লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে "মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহ,"
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে "তব দৈবক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে,"
কেহ কয় "ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে !"

কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই যোড়করে—
"দয়া করে হরি জন্ম দিয়েছ নীচ যবনের ঘরে,—
ভেবেছিনু কেহ আসিবে না কাছে অপার কৃপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় রব।
একি কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফাঁকি!
বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে না কি?"

ব্রাহ্মণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি'
লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণধূলার লাগি!
চারি পোওয়া কলি পূরিয়া আসিল পাপের বোঝায় ভরা,
এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা!
ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে,
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, টাকা দিল তার হাতে।

বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে।
সহসা কামিনী সবার সামনে কাঁদিয়া ধরিল তারে!
কহিল, "রে শঠ নিঠুর কপট, কহিনে কাহারও কাছে
এমনি করে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে?
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরণ হয়েছে কালো!"

কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণদল করিল কপট কোপ—
"ভণ্ড তাপস, ধর্ম্মের নামে করিছ ধর্ম্মলোপ!
তুমি সুখে বসে ধূলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অখলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্নশোকে!"
কহিল কবীর—"অপরাধী আমি, ঘরে এস, নারী, তবে,
আমার অন্ন রহিতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে?"

দুষ্টা নারীরে আনি গৃহমাঝে বিনয়ে আদর করি'
কবীর কহিল—"দীনের ভবনে তোমারে পাঠাল হরি!"
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে
"লোভে পড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে!"
কহিলা কবীর, "ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ;—
এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ!"

ঘুচাইল তার মনের বিকার, করিল চেতনা দান,
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরিনাম গুণগান।
রটি গেল দেশে কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে।
শুনিয়া কবীর কহে নতশির "আমি সকলের নীচে।
যদি কূল পাই, তরণী-গরব রাখিতে না চাহি কিছু;
তুমি যদি থাক আমার উপরে, আমি রব সব-নীচু।"

রাজার চিত্তে কৌতুক হল শুনিতে সাধুর গাথা।
দূত আসি তাঁরে ডাকিল যখন, সাধু নাড়িলেন মাথা।
কহিলেন, "থাকি সবা হতে দূরে, আপন হীনতা মাঝে ;
আমার মতন অভাজনজন রাজার সভায় সাজে ?"
দূত কহে, "তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ,—
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ।"

রাজা বসে ছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি,
কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে লয়ে নারী।
কেহ হাসে কেহ করে ভ্রূকুটী, কেহ রহে নতশিরে,
রাজা ভাবে এটা কেমন নিলাজ, রমণী লইয়া ফিরে!
ইঙ্গিতে তাঁর, সাধুরে, সভার বাহির করিল দ্বারী,
বিনয়ে কবীর চলিল কুটীরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণদল, কৌতুকভরে হাসে ;
শুনায়ে শুনায়ে বিদ্রূপবাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
কহিল, "পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে ?
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান ?"
কহিল কবীর "জননী, তুমি যে, আমার প্রভুর দান!"

স্বামিলাভ।

(ভক্তমাল)

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে
　　নির্জ্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন মনে একা একা ফিরে
　　মাতি নিজ গানে।
হেরিলেন মৃত পতি-চরণের তলে
　　বসিয়াছে সতী ;
তারি সনে এক সাথে এক চিতানলে
　　মরিবারে মতি।
সঙ্গিগণ মাঝে মাঝে আনন্দ চীৎকারে
　　করে জয়নাদ,
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ঘেরি' চারি ধারে
　　গাহে সাধুবাদ !

সহসা সাধুরে নারী হেরিয়া সম্মুখে
　　করিয়া প্রণতি
কহিল বিনয়ে—"প্রভো আপন শ্রীমুখে
　　দেহ অনুমতি !"

তুলসী কহিল, "মাতঃ যাবে কোন্‌খানে,
　　এত আয়োজন!"
সতী কহে—"পতিসহ যাব স্বর্গপানে
　　করিয়াছি মন।"
"ধরা ছাড়ি' কেন নারী স্বর্গ চাহ তুমি"
　　সাধু হাসি কহে—
"হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
　　তাঁহারি কি নহে?"
বুঝিতে না পারি কথা নারী রহে চাহি
　　বিস্ময়ে অবাক্—
কহে কর যোড় করি—"স্বামী যদি পাই
　　স্বর্গ দূরে থাক্!"
তুলসী কহিল হাসি—"ফিরে চল ঘরে,
　　কহিতেছি আমি
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে
　　আপনার স্বামী!"

রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায়
　　শ্মশান তেয়াগি';

তুলসী জাহ্নবীতীরে নিস্তব্ধ নিশায়
রহিলেন জাগি।
নারী রহে শুদ্ধচিতে নির্জ্জন ভবনে ;
তুলসী প্রত্যহ
কি তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ।
একমাস পূর্ণ হতে প্রতিবেশীদলে
আসি তার দ্বারে
শুধাইল, পেলে স্বামী?—নারী হাসি বলে
পেয়েছি তাঁহারে!
শুনি ব্যগ্র কহে তারা—কহ তবে কহ
আছে কোন্ ঘরে?
নারী কহে রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে!

স্পর্শমণি।

(ভক্তমাল)

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।

হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, কোথা হতে আগমন,
কি নাম ঠাকুর?
বিপ্র কহে, কিবা কব পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদুর।
জীবন আমার নাম মানকরে মোর ধাম,
জিলা বৰ্দ্ধমানে.
এত বড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মত
নাই কোনখানে।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নীচু,
অল্প স্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম্ম যজ্ঞ যাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।
আপন-উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।—
একদিন নিশি ভোরে স্বপ্নে দেব কহে মোরে—
পূরিবে প্রার্থনা,
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধর দুটি পায়,

তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায় !—
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন্
কি আছে আমার !
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি
ভিক্ষামাত্র সার।
সহসা বিস্মৃতি ছুটে.—সাধু ফুকারিয়া উঠে—
ঠিক বটে ঠিক্ !
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক !
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর দুঃখ তব হোক্ দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে !
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি ;
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি
ছুঁইল যেমনি !
ব্রাহ্মণ বালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।

যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কি যে!
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রু জলে,—
যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে! এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক!—

বন্দীবীর।

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্‌—
নির্ম্মম নির্ভীক্‌!
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্‌!
নূতন জাগিয়া শিখ্‌

নূতন ঊষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিথ্!

"অলথ নিরঞ্জন—"
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়-ভঞ্জন!
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝঞ্ঝন্!
পাঞ্জাব আজি গরজি উঠিল
"অলথ নিরঞ্জন!"

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ!
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চ নদীর ঘিরি দশতীর
এসেছে সে এক দিন!

দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদ্শাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে!

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে!

পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কিরে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল
পঞ্চ নদীর তীরে।

মোগল শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে।
দংশন-ক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ

সে দিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজীর" হাঁকে শিখবীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
"দীন্ দীন্" গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরাণী সেনার করে
সিংহের মত শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লী নগর পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্ষাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে
বাজে শৃঙ্খলগুলি।

রাজপথ পরে লোক নাহি ধরে
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় গুরুজীর জয়
পরাণের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে
দিল্লী পথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর" কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।
সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক্ ছেলে ;
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।
দিল তার কোলে ফেলে—

কিশোর কুমার বাঁধা বাহু তার
বন্দার এক ছেলে।

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি।
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি—
বালকের মুখ চাহি
"গুরুজীর জয়" কানে কানে কয়—
"রে পুত্র, ভয় নাহি!"
নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি উঠে উৎসাহি'—
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল
বালক উঠিল গাহি—
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়"
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তার গলে,—
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
গুরুজীর জয় কহিয়া বালক
লুটাল ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

মানী।

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান খান—
মারব পতি কহিলা আসি
করহ প্রভু অবধান—

গোপনরাতে অচলগড়ে
নহর্ যাঁরে এনেছে ধরে'
বন্দী তিনি আমার ঘরে
  সিরোহিপতি সুরতান,
কি অভিলাষ তাঁহার পরে
  আদেশ মোরে কর দান।

শুনিয়া কহে আরঙজেব
  কি কথা শুনি অদ্ভুত!
এতদিনে কি পড়িল ধরা
  অশনিভরা বিদ্যুৎ?
পাহাড়ী লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত,
মরুভূমির মরীচিমত
  স্বাধীন ছিল রাজপুত;
দেখিতে চাহি,—আনিতে তারে
  পাঠাও কোন রাজদূত!

মাড়োয়া-রাজ যশোবন্ত
  কহিলা তবে যোড়কর,—
ক্ষত্রকুল সিংহশিশু
  লয়েছে আজি মোর ঘর,—

বাদ্‌শা তাঁরে দেখিতে চান্‌
বচন আগে করুন্‌ দান
কিছুতে কোন অসম্মান
হবেনা কভু তাঁর পর,—
সভায় তবে আপনি তাঁরে
আনিব করি সমাদর।

আরঙজেব কহিলা হাসি
কেমন কথা কহ আজ!
প্রবীন তুমি প্রবল বীর
মাড়োয়াপতি মহারাজ!
তোমার মুখে এমন বাণী
শুনিযা মনে সরম মানি,
মানীর মান করিব হানি
মানীরে শোভে হেন কাজ?
কহিনু আমি, চিন্তা নাহি,
আনহ তাঁরে সভামাঝ!

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ,
উচ্চশির উচ্চে রাখি
সমুখে করে আঁখিপাত!

কহিল সবে বজ্রনাদে
"সেলাম কর বাদ্‌শাজাদে,"—
হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,—
গুরুজনের চরণ ছাড়া
করিনে কারে প্রণিপাত!

কহিলা রোষে রক্ত আঁখি
বাদ্‌সাহের অনুচর—
"শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমিপর।"
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি
"এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি,
জানিনে কভু ভয় ডর!"
এতেক বলি দাঁড়াল রাজা
কৃপাণ পরে করি ভর।

বাদসা ধরি সুরতানেরে
বসায়ে নিল নিজপাশ।
কহিলা, বীর, ভারত মাঝে
কি দেশ পরে তব আশ?

কহিলা রাজা "অচলগড়
দেশের সেরা জগত-পর,"
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস !
বাদ্‌শা কহে "অচল হয়ে
অচলগড়ে কর বাস !"

প্রার্থনাতীত দান। *

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্ত-বরণ
হইল ধরণী তল।
নবাব কহিল—শুন তরুসিং
তোমারে ক্ষমিতে চাই !
তরুসিং কহে মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই ?
নবাব কহিল, মহাবীর তুমি
তোমারে না করি ক্রোধ,

* শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্ম্ম পরিত্যাগের ন্যায় দূষনীয়।

বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ!
তরুসিং কহে করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব
বেণীর সঙ্গে মাথা।

রাজ-বিচার।

(রাজস্থান)

বিপ্র কহে—"রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্ম্মনাশ তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহ
চোরে কি দিব সাজা?"
"মৃত্যু" শুধু কহিলা তারে
রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত—
"চোর সে যুবরাজ।

বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে
কাটিল প্রাতে আজ!
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে
কি তারে দিবে সাজা?”
“মুক্তি দাও” কহিলা শুধু
রতনরাও রাজা!

গুরু-গোবিন্দ।

“বন্ধু, তোমরা ফিরে’ যাও ঘরে
এখনো সময় নয়।”
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর,
গুরু গোবিন্দ কহিল ডাকিয়া
অনুচর গুটি ছয়।
যাও রামদাস, যাওগো লেহারী,
সাহু ফিরে যাও তুমি!
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্ম্ম-সাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্‌ বহুদূরে
জীবন-রঙ্গভূমি!

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হ'তে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে, উঠে, তাই
চমকিয়া উঠে বলি "যাই, যাই",
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানব-স্রোতে।

তোমাদের হেরি' চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্প সমান করি' উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারী যেন
কোষমাঝে ঝন্ঝন্!

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে' জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি' তা'য়
রশ্মি পাকড়ি' আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করে'
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায় ।

সমুখে যে আসে, সরে' যায় কেহ
পড়ে' যায় কেহ ভূমে ।
দ্বিধা হয়ে' বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে' থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশেব আঁখি কবিছে খিন্ন
প্রলয়-বহ্নিধূমে ।

কভু অমানিশা নীবব নিবিড়,
কভু বা প্রখব দিন ।
কভু বা আকাশে চারিদিকময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড় হয়,
কভু বা ঝটিকা মাথাব উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন ।

আয়, আয়, আয়,—ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে'।
বেগে খুলে' যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে'।

সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল,—
আহ্বান শুনে' কে কা'রে থামায়,
ভক্ত হৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি' উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি, ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া আয়, আয়, আয়,
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে' যায়,
নিশীথে শুনিয়া' আয় তোরা আয়
ভেঙে যায় ঘুমঘোর!

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাটবাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে' যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্, ভাই, থাক, কেন এ স্বপন!
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি',
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে' বসে' শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরি মাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু !
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই, নাই আর কিছু !”

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
“উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে !
ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ’তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে’
আসে লোক কত শত !

“ওই শোন, শোন, কল্লোল-ধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি’
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,’
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তা’রা।”

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এস দেখি সবে যাবার সময়
বল দেখি সবে গুরুজীর জয়,
দুই হাত তুলি' বল জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন।"

শেষ শিক্ষা।

একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জ্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যাবেলা—হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, যাব চলি দেশে,
ঘোড়া যে কিনেছ তুমি দেহ তার দাম!
কহিল গোবিন্দ গুরু—শেখজি সেলাম,
মূল্য কালি পাবে আজি ফিরে যাও ভাই!—
পাঠান কহিল রোষে, মূল্য আজই চাই!
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত—
চোর বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ

গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি,
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, বুঝিলাম আজ
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে! এ বাহুর পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকাল তরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ এ লাজ
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ!

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রি দিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মত
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখাল তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মত। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি—এ কি প্রভু এ কি?

আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্র শাবকেরে
যত যত্ন কর তার স্বভাব কি ফেরে?
যখন সে বড় হবে তখন নখর
গুরুদেব, মনে রেখো, হবে যে প্রখর!
গুরু কহে, তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কি শিখীনু তারে?

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়াহেন ফিরে সাথে,
পুত্রহেন করে তাঁর সেবা। ভালবাসে
প্রাণের মতন—সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত,—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠান তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজীর। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বীজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু পায়,
শিক্ষা মোর সারা হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজ ভুজবলে
উপার্জ্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি—
আছে তবে পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি!

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা,—পাঠানেরে কহিলেন ডাকি
অস্ত্র হাতে এস মোর সাথে। ভক্তদল
সঙ্গে যাব সঙ্গে যাব করে কোলাহল—
গুরু কন, যাও সবে ফিরে! দুই জনে
কথা নাই, ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে,
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল,—তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে! নদী হাঁটুজল

ফটিকের মত স্বচ্ছ—চলে একধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইসারা করিল গুরু—পাঠান দাঁড়াল।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখাসম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিম প্রান্তর পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে—
মামুদ হেথায় এস, খোঁড় এইখানে!—
উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা
পাষাণে এই যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত! এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়! আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোল তলবার,—পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণ রক্ত উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার!—বাঘের মতন
হুঙ্কারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্র বীর
পড়িল গুরুর পরে—গুরু রহে স্থির;

কাঠের মূর্ত্তির মত। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান।
কহিল, হে গুরুদেব, লয়ে সয়তানে
কোরো না এমনতর খেলা! ধর্ম্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত;—একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু বলে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা পড়ে' হিংসা যাক্ মরে'! প্রভু, দেহ
পদধূলি!—এত বলি বনের বাহিরে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল, না চাহিল ফিরে.
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়ন যুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জ্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিল শতরঞ্চ খেলা
গোবিন্দ পাঠান সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয় রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে-যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁটশিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন্ হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু,—কহে অট্টহাসি'—
পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ—জয় হবে তার!—
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসি মুখে
কহিলেন—এতদিনে হল তোর বোধ
কি করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ!
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু—আজি শেষবার
আশীর্ব্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।

নকল গড়।

(রাজস্থান)

জলস্পর্শ করবনা আর—
চিতোর রাণার পণ—
বুঁদির কেল্লা মাটির পরে
থাক্‌বে যতক্ষণ।
কি প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা' অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধ্‌বে তা আজ!
কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্চে থানা
ভয় কারে কয় নাইক জানা,

তাহার সন্ত প্রমাণ রাণা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদী
যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি—
আজ্‌কে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মত
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী।—
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
হারাবংশী বীর
হরিণ মেরে আস্‌চে ফিরে
স্কন্ধে ধনু তীর।

খবর পেয়ে কহে—কেরে
নকল বুঁদী কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির?
নকল বুঁদী রাখ্‌ব আমি
হারাবংশী বীর।

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রাণা মহারাজ।
দূরে রহ—কহে কুম্ভ,
গর্জ্জে যেন বাজ।
বুঁদীর নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।
কহে কুম্ভ—দূরে রহ
রাণা মহারাজ।

ভূমির পরে জানু পাতি'
তুলি' ধনুঃ শর

একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদীগড়।
বাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে
পড়্‌ল ভূমিপর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদীগড়।

হোরিখেলা।

(রাজস্থান)

পত্র দিল পাঠান্ কেসর্ খাঁরে
কেতুন্ হতে ভূনাগ রাজার রাণী,—
লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এস তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া
হোরি খেল্‌ব আমরা রাজপুতানী।
যুদ্ধে হারি কোটা সহর ছাড়ি
কেতুন্ হতে পত্র দিল রাণী।

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি,
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙীন্ দেখে পাগ্‌ড়ি পরে মাথে,
সুর্ম্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান সাথে হোরি খেল্‌বে রাণী
কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল্‌ ধরেছে আম্র বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুন্‌গুনিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান সেনা হোরি-খেল্‌তে এল।

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।

পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি,
মূলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি,
এল তখন একশো রাণীর দাসী
  রাজপুতানী কর্‌তে হোরিখেলা।
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
  সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা।

পায়ে পায়ে ঘাঘ্‌রা উঠে দুলে
  ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে।
ডাহিন্‌ হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারী,
বামহস্তে গুলাব-ভরা ঝারী
  সারি সারি রাজপুতানী আসে।
পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে,
  ওড়্‌না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে—
  কেসর তবে কহে কাছে আসি,—
বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি'—
আজ্‌কে বুঝি জানে-প্রাণে মরি!—

শুনে রাজার শতেক সহচরী
হঠাৎ সবে উঠ্‌ল অট্ট হাসি।
রাঙা পাগ্‌ড়ি হেলিয়ে কেসর খাঁ
রঙ্গ ভরে সেলাম করে আসি!

সুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ্‌ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব-বরণ ধর্‌ল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝর্‌ল তরুমূলে,
ভয়ে পাখী কূজন গেল ভুলে
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্‌ঝটিকা
লাগ্‌ল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

চোখে কেন লাগ্‌চেনাকো নেশা?—
মনে মনে ভাব্‌চে কেসর খাঁ।
বক্ষ কেন উঠ্‌চেনাকো দুলি?
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি
কেমন যেন বল্‌চে বেসুর বুলি,
তেমন করে কাঁকন বাজ্‌চেনা।

চোখে কেন লাগ্‌চেনাকো নেশা?
মনে মনে ভাব্‌চে কেসর খাঁ।

পাঠান কহে—রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা?
বাহু যুগল নয় মৃণালের মত,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড় কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা!
পাঠান ভাবে দেহে কিম্বা মনে
রাজপুতানীর নাইক কোমলতা!

তান ধরিয়া ইমন্ ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠ্‌ল দ্রুততালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা,
দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রাণী বনে এলেন হেনকালে।
তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজ্‌চে দ্রুত তালে।

কেসর কহে—তোমারি পথ চেয়ে
 দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা।—
রাণী কহে—আমারো সেই দশা!—
একশো সখী হাসিয়া বিবশা,—
পাঠানপতির ললাটে সহসা
 মারেন রাণী কাঁসার থালাখানা।
রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
 পাঠান পতির চক্ষু হল কানা।

বিনা মেঘে বজ্ররবের মত
 উঠ্ল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশি,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
 গভীর সুরে ধর্‌ল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরু তলে তলে
 উঠ্ল বেজে কাড়া-নাকাড়া।

বাতাস বেয়ে ওড়্‌না গেল উড়ে,
 পড়ল খসে ঘাগ্‌রা ছিল যত।

মন্ত্রে যেন কোথা হতে কেরে
বাহির হল নারী-সজ্জা ছেড়ে,
একশত বীর ঘিরল পাঠানেরে
  পুষ্প হতে একশো সাপের মত।
স্বপ্ন সম ওড়না গেল উড়ে,
  পড়ল খসে ঘাগ্‌রা ছিল যত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
  সে পথ দিয়ে ফিরলনাকো তারা।
ফাগুন রাতে কুঞ্জ বিতানে
মত্ত কোকিল বিবাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল বাগানে
  কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
  সে পথ দিযে ফিরলনাকো তাবা।

বিবাহ।

(রাজস্থান)

প্রহরখানেক রাত হয়েছে শুধু,
ঘন ঘন বেজে ওঠে শাঁখ।
বর-কন্যা যেন ছবির মত
আঁচলবাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি-নত,
জান্‌লা খুলে পুরাঙ্গনা যত
দেখ্‌চে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বর্ষারাতে মেঘের গুরু গুরু
তারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থম্‌কে আছে হাওয়া,
মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক্‌ হানে চোখে ;
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে !
বাহির দ্বারে বেজে উঠ্‌ল ভেরী !
চম্‌কে ওঠে সভার যত লোকে,
উঠে দাঁড়ায় বর-কনেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মেত্রি-রাজকুমারে
কহে তখন মাড়োয়ারের দূত—
"যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রাম সিংহ রাণা চলেন রণে,
তোমরা এস তাঁরি নিমন্ত্রণে
যে যে আছ মর্ত্তিয়া রাজ্‌পুত!"
জয় রাণা রামসিঙের জয়—
গর্জ্জি উঠে মাড়োয়ারের দূত।

জয় রাণা রামসিঙের জয়—
মেত্রিপতি উর্দ্ধস্বরে কয়!
কনের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
দুটি চক্ষু ছল-ছল করে,
বরযাত্রা হাঁকে সমস্বরে
জয়রে রাণা রামসিঙের জয়!
"সময় নাহি মেত্রি রাজকুমার"
মহারাণার দূত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন উঠে হুলুধ্বনি
বৃথা কেন বেজে ওঠে শাঁখ।

বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর,
কহে—"প্রিয়ে নিলেম অবসর,
এসেছে ঐ মৃত্যুসভায় ডাক!"
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিনমুখে নম্র নতশিরে
কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে,
হাজার বাতি নিব্‌ল ধীরে ধীরে
রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা টোপর-পরা শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন—বধূ-বেশ
খুলিয়া ফেল হায়রে হতভাগী!
শান্তভাবে কন্যা কহে মায়ে—
কেঁদনা মা ধরি তোমার পায়ে!

বধূসজ্জা থাক্ মা আমার গায়ে
　　মৈত্রি-পুরে যাইব তাঁর লাগি।
শুনে মাতা কপালে কর হানি
　　কেঁদে কহেন—হায়রে হতভাগী!

গ্রহবিপ্র আশীর্ব্বাদ করি
　　ধানদূর্ব্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্যা চতুর্দ্দোলা পরে,
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙীন্ বেশে কিঙ্করী কিঙ্করে
　　সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
　　পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ রাতে আকাশ আলো করি
　　কে এলরে মৈত্রিপুর দ্বারে।
"থামাও বাঁশি" কহে "থামাও বাঁশি—
চতুর্দ্দোলা নামাওরে দাস দাসী,
মিলেছি আজ মৈত্রি-পুরবাসী
　　মৈত্রিপতির চিতা রচিবারে।

মৈত্রিরাজা যুদ্ধে হত আজি
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে !”

“বাজাও বাঁশি ওরে বাজাও বাঁশি”
চতুর্দ্দোলা হতে বধূ বলে।
এবার লগ্ন নাহি হবে পার,
আঁচলের গাঁঠ খুল্‌বেনাক আর,
শেষমন্ত্র পড়িব এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে !
বাজাও বাঁশি ওরে বাজাও বাঁশি
চতুর্দ্দোলা হতে বধূ বলে !

বরের বেশে মোতির মালা গলে
মৈত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে।
দোলা হতে নাম্‌ল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি’ রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের পরে থুয়ে।
নিশীথ রাতে বরসজ্জা পরা
মৈত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে।

ঘন ঘন করি হুলুধ্বনি
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
পুরুত কহে—ধন্য সুচরিতা,
গাহিছে ভাট—ধন্য মৃত্যুজিতা,—
ধুধু করে জ্বলে উঠ্‌ল চিতা,—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা!
জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।

বিচারক। *

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও
পেশোয়া নৃপতি বংশ;—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর—
হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
মৈসুরপতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস!

* পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব প্রণীত Ballads of the Marathas নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পূরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরী হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয় পতাকা
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয় আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধূলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকাল প্রভাত সূর্য্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়-কোলাহলে ;
সহসা যেন কি মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণতূর্য্য !

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানাল পরম দৈন্য ?
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার্ ইঙ্গিতে
সিংহ দুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈন্য ?

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়াল সমুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি :—রঘুনাথ রাও
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও
না লয়ে পাপের শাস্তি ?

নীরব হইল জয় কোলাহল,
নীরব সমর বাদ্য।
প্রভু কেন আজি—কহে রঘুনাথ,—
অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ,
চলেছি করিতে যবন-নিপাত
যোগাতে যমের খাদ্য।

কহিলা শাস্ত্রী, বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহত স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধান সূত্রে।

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও
কহিলা করিয়া হাস্য,—
নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসিনি পথমাঝখানে
ন্যায় বিধানের ভাষ্য!

কহিলা শাস্ত্রী, রঘুনাথরাও,
যাও কর গিয়ে যুদ্ধ!
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটীরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

পণরক্ষা।

"মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ,
করু কর সবে সাজ!"
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-পহরে যে-যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারী-রুটি.
দুর্গ-তোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি'।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহুদূরে

আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা
মারাঠি অশ্বখুরে।
"মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরেনাক্ যেন"—
গর্জ্জিলা দুমরাজ!

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে—
"বৃথা এ সৈন্যসাজ!
হেব এ প্রভুব আদেশপত্র,
দুর্গেশ দুমরাজ!
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি,—
সাদরে তাঁদেব ছাড়িবে দুর্গ,
আজ্ঞা তোমার প্রতি!
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ পরে;
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে!"

"প্রভুর আদেশে বীরের ধর্ম্মে
বিরোধ বাধিল অ'জ"
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ।

মাড়োয়ার দূত করিল ঘোষণা
"ছাড় ছাড় রণ সাজ!"
রহিল পাষাণ-মুরতি সমান
দুর্গেশ দুমরাজ!
বেলা যায় যায়, ধূধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু,
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
"আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে!
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ।"

এতেক ভাবিয়া ফেলে নিঃশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত সেনা সরোষে সরমে
ছাড়িল সমর সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম মাঠ পারে;
মারাঠী সৈন্য ধূলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
"দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান,
ওঠ ওঠ খোল দ্বার!"
নাহি শোনে কেহ,—প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর!
প্রভুর কর্ম্মে বীরের ধর্ম্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গ দুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

কণিকা।

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা!
শিশির কহিল কাঁদিয়া—
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রু জল!"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি'
"তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি'।"

কণিকা।

যথার্থ আপন।

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তাঁর পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায়না তাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারকারে করে ভাই ভাই!
নভশ্চর বলে তাঁর মনের বিশ্বাস,
শূন্যপানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা-ডোরে।
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ম্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি!

শক্তির সীমা ।

কহিল কাঁসার ঘটি খন্ খন্ স্বর,
কূপ, তুমি কেন খুড়া হলেনা সাগর ?
তাহা হলে অসঙ্কোচে মারিতাম ডুব,
জল খেয়ে লইতাম পেট ভরে' খুব ।—
কূপ কহে, সত্য বটে ক্ষুদ্র আমি কূপ,
সেই দুঃখে চিরদিন করে আছি চুপ !
কিন্তু বাপু তার লাগি তুমি কেন ভাব ?
যতবার ইচ্ছা যায় ততবার নাব' ,—
তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও
তবু আমি টিঁকে রব দিয়ে থুয়ে তাও !

নূতন চাল ।

একদিন গরজিয়া কহিল মহিষ
ঘোড়ার মতন মোর থাকিবে সহিস্ !
একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি-চলন,
দুই বেলা চাই মোর দলন-মলন ।

এই ভাবে প্রতিদিন রজনী পোহালে,
বিপরীত দাপাদাপি করে সে গোহালে!
প্রভু কহে—চাই বটে,—ভাল তাই হোক্,
পশ্চাতে রাখিল তার জন দশ লোক।
দুটো দিন না যাইতে কেঁদে কয় ষোষ,
আর কাজ নেই প্রভু, হয়েছে সন্তোষ।
সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি,
দলন-মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।

অকর্ম্মার বিভ্রাট।

লাঙ্গল কাঁদিয়ে বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,—
তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা!
যে দিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি!
ফলা কহে—ভাল ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে থাক ঘরে বসে!
ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই
খুসি হয়ে পড়ে থাকে, কোন কর্ম্ম নাই।

চাষা বলে এ আপদ আর কেন রাখা,
এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।
হল বলে—ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে,
খাটুনি যে ভাল ছিল জলুনির চেয়ে!

হার-জিৎ।

ভীমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি!
ভীমরুল কহে, আছে সহস্র প্রমাণ
তোমার দংশন নহে আমার সমান!
মধুকর নিরুত্তর ছল ছল আঁখি ;—
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি—
কেন বাছা নতশির,—এ কথা নিশ্চিত
বিষে তুমি হার মান, মধুতে যে জিৎ!

ভার।

টুন্‌টুনি কহিলেন—রে ময়ুর, তোকে
দেখে' করুণায় মোর জল আসে চোখে!
ময়ুর কহিল, বটে! কেন, কহ শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুন্‌টুনি!

টুনটুনি কহে—এ যে দেখিতে বেআড়া,
দেহ তব যত বড় পুচ্ছ তারে বাড়া!
আমি দেখ লঘুভারে ফিরি দিনরাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত!
ময়ূর কহিল, শোক করিয়োনা মিছে,
জেনো ভাই ভার থাকে গৌরবের পিছে!।

কীটের বিচার।

মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখি হস্ত হানে শিরে,
বলে, ওরে-কীট তুই একি করিলি রে?
তোর দন্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।
কীট বলে, হয়েছে কি, কেন এত রাগ,
ওর মধ্যে ছিল কিবা, শুধু কালো দাগ!
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার!

যথা কর্ত্তব্য।

ছাতা বলে, ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়!
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যত কিছু সব আমা পরে!
তুমি যদি ছাতা হতে কি করিতে দাদা?
—মাথা কয়, বুঝিতাম মাথার মর্য্যাদা!
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা!

অসম্পূর্ণ সংবাদ।

চকোরী ফুকরি কাঁদে—ওগো পূর্ণ চাঁদ,
পণ্ডিতের কথা শুনি গণি পরমাদ!
তুমি না কি এক দিন রবে না ত্রিদিবে,
মহাপ্রলয়ের কালে যাবে না কি নিবে!
হায় হায় সুধাকর, হায় নিশাপতি,
তা হইলে আমাদের কি হইবে গতি?
চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া,
তোমার কতটা আয়ু এস শুধাইয়া!

ঈর্ষার সন্দেহ।

লেজ নড়ে, ছায়া তারি নড়িছে মুকুরে,
কোন মতে সেটা সহ্য করে না কুকুরে।
দাস যবে মনিবেরে দোলায় চামর
কুকুর চটিয়া ভাবে এ কোন্ পামর!
গাছ যদি নড়ে ওঠে, জলে ওঠে ঢেউ
কুকুর বিষম রাগে করে ঘেউ ঘেউ!
সে নিশ্চয় বুঝিয়াছে ত্রিভুবন দোলে
ঝাঁপ দিয়া উঠিবারে তারি প্রভু কোলে!
মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুকুচুকু,
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তারি লেজটুকু!

গুণের অধিকার ও দেহের অধিকার।

অধিকার বেশি কার বনের উপর
সেই তর্কে বেলা হল, বাজিল দুপর।
বকুল কহিল, শুন বান্ধব সকল,
গন্ধে আমি সর্ব্ব বন করেছি দখল।
পলাশ কহিল শুনি মস্তক নাড়িয়া
বর্ণে আমি দিগ্বিদিক্ রেখেছি কাড়িয়া।

গোলাপ রাঙিয়া উঠি করিল জবাব
গন্ধে ও শোভায় বনে আমারি প্রভাব।
কচু কহে গন্ধ শোভা নিয়ে খাও ধুয়ে
হেথা আমি অধিকার গাড়িয়াছি ভুঁয়ে।
মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিৎ হইল কচুর!

নিন্দুকের দুরাশা।

মালা গাঁথিবার কালে ফুলের বোঁটায়
ছুঁচ নিয়ে মালাকর দুবেলা ফোটায়।
ছুঁচ বলে মনোদুঃখে ওরে জুঁই দিদি,
হাজার হাজার ফুল প্রতিদিন বিঁধি,
কত গন্ধ কোমলতা যাই ফুঁড়ে ফুঁড়ে
কিছু তার নাহি পাই এত মাথা খুঁড়ে!
বিধি পায়ে মাগি বর জুড়ি কর দুটি
ছুঁচ হয়ে না ফোটাই, ফুল হয়ে ফুটি!—
জুঁই কহে নিশ্বসিয়া—আহা হোক্ তাই,
তোমারো পুরুক্ বাঞ্ছা, আমি রক্ষা পাই!

রাষ্ট্রনীতি।

কুড়ালি কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল,
হাতল নাহিক, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হল যেই,
তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই ;—
একেবারে গোড়া ঘেঁষে লাগাইল কোপ,
শাল বেচারার হল আদি অন্ত লোপ !

গুণজ্ঞ।

আমি প্রজাপতি ফিরি রঙিন্ পাখায়
কবি ত আমার পানে তবু না তাকায়।
বুঝিতে না পারি আমি, বলত ভ্রমর,
কোন্ গুণে কাব্যে তুমি হয়েছ অমর ?
অলি কহে, আপনি সুন্দর তুমি বটে,
সুন্দরের গুণ তব মুখে নাহি রটে।
আমি ভাই মধু খেয়ে গুণ গেয়ে ঘুরি,
কবি আর ফুলের হৃদয় করি চুরি !

চুরি নিবারণ।

সুও রাণী কহে, রাজা, দুও রাণীটার
কত মৎলব আছে বুঝে ওঠা ভার!
গোয়ালঘরের কোণে দিলে ওরে বাসা,
তবু দেখ অভাগীর মেটে নাই আশা!
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালো গোরুটিরে তব দুহে নিতে চায়!
রাজা বলে ঠিক্ ঠিক্, বিষম চাতুরী,
এখন কি করে ওর ঠেকাইব চুরী?
সুও বলে, একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ!

আত্ম শত্রুতা।

খোঁপা আর এলোচুলে বাধিল বচসা,
জুটিল পাড়ার লোক দেখিতে তামসা।
খোঁপা কয়, এলোচুল, কি তোমার ছিরি!
এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখ বাবুগিরি!

খোঁপা কহে, টাক্ ধরে হই তবে খুসি!
—তুমি যেন কাটা পড়—এলো কয় রুষি।
কবি মাঝে পডি বলে—মনে ভেবে দেখ্
ভুজনেই এক তোরা, ভুজনেই এক!
খোঁপা গেলে চুল যায়,—চুলে যদি টাক
খোঁপা তবে কোথা রবে তব জয় ঢাক!

দানরিক্ত।

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে'
সারাদিন ঝিকি ঝিকি হাসে থেকে থেকে!
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চাল-চুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি কোথায় বিলীন!
আমি দেখ চিরকাল থাকি জল-ভরা,
সারবান্, সুগম্ভীর, নাই নড়া চড়া।
মেঘ কহে, ওরে বাপু, কোরোনা গরব,
তোমার পূর্ণতা সেত আমারি গৌরব।

স্পষ্টভাষী।

বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি,
দিনরাত্রি গাহে পিক, নাহি তার ছুটি।
কাক বলে অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি,
বসন্তের চাটুগান সুরু হল বুঝি!
গান বন্ধ করি পিক উঁকি মারি কয়—
তুমি কোথা হতে এলে কে গো মহাশয়!—
আমি কাক স্পষ্টবাদী--কাক ডাকি বলে,—
পিক কয়, তুমি ধন্য, নমি পদতলে!
স্পষ্টভাষা তব কণ্ঠে থাক্ বারো মাস,
মোর থাক্ মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ!

প্রতাপের তাপ।

ভিজা কাঠ অশ্রুজলে ভাবে রাত্রি দিবা,
জ্বলন্ত কাঠের আহা দীপ্তি তেজ কিবা!
অন্ধকার কোণে পড়ে' মরে ঈর্ষারোগে,
বলে আমি হেন জ্যোতি পাব কি সুযোগে!
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে, কাঁচা কাঠ ওগো,
চেষ্টাহীন বাসনায় বৃথা তুমি ভোগো!

আমরা পেয়েছি যাহা মরিয়া পুড়িয়া,
তোমারি হাতে কি তাহা আসিবে উড়িয়া ?
ভিজা কাঠ বলে—বাবা, কে মরে আগুনে !
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে—তবে থাক্ ঘুণে !

নম্রতা।

কহিল কঞ্চির বেড়া,—ওগো পিতামহ,
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড় অহরহ ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল !
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়তে,
নত হই, ছোট নাহি হই কোন মতে।

ভিক্ষা ও উপার্জ্জন।

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা !
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস্ ?

বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন্ বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে !

উচ্চের প্রয়োজন।

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
হাট ভরে দিই আমি কত শস্য ফল !
পর্ব্বত দাঁড়ায়ে রন্ কি জানি কি কাজ,
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ !
বিধাতার অবিচার কেন উঁচুনীচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু !
গিরি কহে—সব হলে সমভূমি পারা
নামিত কি ঝরণার সুমঙ্গল ধারা !

অচেতন মাহাত্ম্য।

হে জলদ, এত জল ধরে আছ বুকে
তবু লঘু বেগে ধাও বাতাসের মুখে !

পোষণ করিছ শত ভীষণ বিজুলী
তবু স্নিগ্ধ নীল রূপে নেত্র যায় ভুলি !
এ অসাধ্য সাধিতেছ অতি অনায়াসে
কি করিয়া, সে রহস্য কহি দাও দাসে !
গুরু গুরু গরজনে মেঘ কহে বাণী
আশ্চর্য্য কি আছে ইথে আমি নাহি জানি !

শক্তের ক্ষমা।

নারদ কহিল আসি— হে ধরণী দেবী,
তব নিন্দা করে নব তব অন্ন সেবি'।
বলে মাটি, বলে ধূলি' বলে জড় স্থূল,
তোমারে মলিন বলে অকৃতজ্ঞকুল।
বন্ধ কর অন্ন জল, মুখ হোক্ চুন,
ধূলা মাটি কি জিনিষ বাছাবা বুঝুন !
ধরণী কহিলা হাসি—বালাই, বালাই,
ওরা কি আমার তুল্য, শোধ লব তাই ?
ওদের নিন্দায় মোরে লাগিবে না দাগ,
ওরা যে মরিবে যদি আমি করি রাগ !

প্রকার ভেদ।

বাব্‌লা শাখারে বলে আম্রশাখা, ভাই
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই ?
হায় হায় সখি তব ভাগ্য কি কঠোর !—
বাব্‌লার শাখা বলে—দুঃখ নাহি মোর !
বাঁচিয়া সফল তুমি, ওগো চূতলতা,
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা !

খেলেনা।

ভাবে শিশু, বড় হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।
বড় হ'লে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন পানে।
আরো বড় হবে নাকি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে !

এক-তরফা হিসাব।

সাতাশ, হ'লে না কেন একশো-সাতাশ,
থলিটি ভরিত, হাড়ে লাগিত বাতাস!
সাতাশ কহিল, তাহে টাকা হ'ত মেলা,
কিন্তু কি করিতে বাপু বয়সের বেলা!

অল্প জানা ও বেশী জানা।

তৃষিত গর্দ্দভ গেল সরোবর তীরে,
ছিছি কালো জল, বলি চলি এল ফিরে।
কহে জল—জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল শাদা!

মূল।

আগা বলে—আমি বড়, তুমি ছোট লোক!
গোড়া হেসে বলে, ভাই ভাল তাই হোক।
তুমি উচ্চে আছ ব'লে গর্ব্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব্ব মোর!

হাতে-কলমে।

বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউ-চাক্‌,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক!—
মধুকর কহে তারে—তুমি এস ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউ-চাক রচ' দেখে যাই!

পর-বিচারে গৃহ-ভেদ।

আম্র কহে—একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই;—
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,
মূল্য ভেদ সুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি!

গরজের আত্মীয়তা।

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,—
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে!

সাম্যনীতি ।

কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার তোড়া,
তোমাতে আমাতে ভাই ভেদ অতি থোড়া,
আদান প্রদান হোক্ !—তোড়া কহে রাগে
সে থোড়া প্রভেদটুকু ঘুচে যাক্ আগে !

কুটুম্বিতা-বিচার ।

কেরোসিন্ শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে !
হেন কালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,—
কেরোসিন্ বলি উঠে—এস মোর দাদা !

উদার-চরিতানাম্ ।

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ ভাই ?

জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ।

"কালো তুমি"—শুনি জাম কহে কানে কানে,—
যে আমারে দেখে সেই কালো বলি জানে,—
কিন্তু সেইটুকু জেনে ফের কেন যাদু,
যে আমারে খায় সেই জানে আমি স্বাদু!

সমালোচক।

কানা-কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,—
তুমি ষোলোআনা মাত্র, নহ পাঁচশিকে!
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,—
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা!

স্বদেশদ্বেষী

কেঁচো কয়—নীচ মাটি, কালো তার রূপ!
কবি তারে রাগ করে' বলে—চুপ্, চুপ!
তুমি যে মাটীর কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ!

ভক্তি ও অতিভক্তি।

ভক্তি আসে রিক্তহস্ত প্রসন্নবদন,
অতিভক্তি বলে, দেখি কি পাইলে ধন!
ভক্তি কয়—মনে পাই, না পারি দেখাতে;—
অতিভক্তি কয়, আমি পাই হাতে হাতে!

প্রবীণ ও নবীন।

পাকাচুল মোর চেয়ে এত মান্য পায়,
কাঁচাচুল সেই দুঃখে করে হায় হায়!
পাকাচুল বলে, মান সব লও বাছা,
আমারে কেবল তুমি করে দাও কাঁচা!

আকাঙ্ক্ষা।

আম্র, তোর কি হইতে ইচ্ছা যায় বল্!
সে কহে হইতে ইক্ষু সুমিষ্ট সরল!—
ইক্ষু, তোর কি হইতে মনে আছে সাধ!
সে কহে হইতে আম্র সুগন্ধ সুস্বাদ!

কৃতীর প্রমাদ।

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি—
হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি!
হাত পা কহিল হাসি, হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি, আমরা যে তাই করি ভুল!

অসম্ভব ভালোর বাসস্থান।

যথাসাধ্য-ভাল বলে, ওগো আরো-ভাল,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি ক'রে থাক আলো?
আরো-ভাল কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্ম্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়!

নদীর প্রতি খালের অবজ্ঞা।

খাল বলে, মোর লাগি মাথা-কোটাকুটি,
নদীগুলা আপনি গড়ায়ে আসে ছুটি'!
তুমি খাল মহারাজ—কহে পারিষদ—
তোমারে যোগাতে জল আছে নদীনদ!

স্পর্দ্ধা।

হাউই কহিল, মোর কি সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!
কবি কহে—তার গায়ে লাগেনাক কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু!

অযোগ্যের উপহাস।

নক্ষত্র খসিল দেখি দীপ মরে হেসে।
বলে, এত ধূমধাম, এই হ'ল শেষে!
রাত্রি বলে, হেসে নাও, ব'লে নাও সুখে,
যতক্ষণ তেলটুকু নাহি যায় চুকে!

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ
আমার গর্জ্জনে বলে মেঘের গর্জ্জন,—
বিদ্যুতের জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে,
মাথায় পড়িলে তবে বলে বজ্র বটে!

পরের কর্ম্ম-বিচার।

নাক বলে, কান কভু ঘ্রাণ নাহি করে,
রয়েছে কুণ্ডল দুটো পরিবার তরে!
কান বলে, কারো কথা নাহি শুনে নাক,
ঘুমোবার বেলা শুধু ছাড়ে হাঁকডাক।

গদ্য ও পদ্য।

শর কহে আমি লঘু, গুরু তুমি গদা,
তাই বুক ফুলাইয়া খাড়া আছ সদা!
কর তুমি মোর কাজ, তর্ক যাক্ চুকে,—
মাথাভাঙা ছেড়ে দিয়ে বেঁধ গিয়ে বুকে!

ভক্তিভাজন।

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব,—হাসে অন্তর্যামী!

ক্ষুদ্রের উপকার-দম্ভ।

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির—
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির!

সন্দেহের কারণ।

কত বড় আমি!—কহে নকল হীরাটি।
তাই ত সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

নিরাপদ নীচতা।

তুমি নীচে পাঁকে পড়ি ছড়াইছ পাঁক,
যেজন উপরে আছে তারি ত বিপাক!

পরিচয়।

দয়া বলে, কেগো তুমি, মুখে নাই কথা!
অশ্রুভরা আঁখি বলে—আমি কৃতজ্ঞতা।

অকৃতজ্ঞ।

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে!

অসাধ্য চেষ্টা।

শক্তি যার নাই নিজে বড় হইবারে
বড়কে করিতে ছোট তাই সে কি পারে!

ভাল মন্দ।

জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর।
জেলে কহে মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।

একই পথ।

দ্বার বন্ধ করে' দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি!

কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

দেহটা যেমনি করে' ঘোরাও যেখানে
বাম হাত বামে থাকে ডান্ হাত ডানে।

গালির ভঙ্গী।

লাঠি গালি দেয়, ছড়ি, তুই সরু কাঠি!
ছড়ি তারে গালি দেয়—তুমি মোটা লাঠি!

কলঙ্ক ব্যবসায়ীর কলঙ্ক।

ধূলা, কর কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা
সেটা কি তোমারি নয় কলঙ্কের কথা?

প্রভেদ।

অনুগ্রহ দুঃখ করে—দিই, নাই পাই!
করুণা কহেন, আমি দিই নাহি চাই।

নিজের ও সাধারণের।

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে!

মাঝারির সতর্কতা।

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে;—
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে!

শত্রুতাগৌরব।

পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোন ছুতা,
জান না আমার সাথে সূর্য্যের শত্রুতা!

উপলক্ষ্য।

কাল বলে, আমি সৃষ্টি করি এই ভব।
ঘাড় বলে, তা হলে আমিও স্রষ্টা তব!

নূতন ও সনাতন।

রাজা ভাবে নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি।—ন্যায় ধর্ম্ম বলে—
আমি পুরাতন, মোরে জন্ম কেবা দায়!
যা তব নূতন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়!

দীনের দান।

মরু কহে—অধমেরে এত দাও জল,
ফিরে কিছু দিব হেন কি আছে সম্বল!
মেঘ কহে—কিছু নাহি চাই, মরুভূমি,
আমারে দানের সুখ দান কর তুমি!

কুয়াশার আক্ষেপ।

কুয়াশা, নিকটে থাকি, তাই হেলা মোরে,
মেঘ ভায়া দূরে রন্ থাকেন গুমরে।
কবি কুয়াশারে কয়, শুধু তাই না কি?
মেঘ দেয় বৃষ্টিধারা, তুমি দাও ফাঁকি।

গ্রহণে বিনয় দানেও বিনয়।

কৃতাঞ্জলি কর কহে, আমার বিনয়
হে নিন্দুক, কেবল নেবার বেলা নয়'
নিই যবে নিই বটে অঞ্জলি জুড়িয়া,
দিই যবে সেও দিই অঞ্জলি পূরিয়া।

অনাবশ্যকের আবশ্যকতা।

কি জন্যে রয়েছ সিন্ধু তৃণশস্যহীন
অর্দ্ধেক জগৎ জুড়ি নাচ নিশিদিন!
সিন্ধু কহে, অকর্ম্মণ্য না রহিত যদি
ধরণীর স্তন হ'তে কে টানিত নদী?

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

গন্ধ চলে যায়, হায়, বন্ধ নাহি থাকে,
ফুল তারে মাথা নাড়ি ফিরে ফিরে ডাকে।
বায়ু বলে, যাহা গেল সেই গন্ধ তব,
যেটুকু না দিবে তারে গন্ধ নাহি ক'ব!

নতি স্বীকার।

তপন উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়—
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।

পরস্পর ভক্তি।

বাণী কহে—তোমায় যখন দেখি, কাজ,
আপনার শূন্যতায় বড় পাই লাজ !
কাজ শুনি কহে—অয়ি পরিপূর্ণা বাণী,
নিজেরে তোমার কাছে দীন বলে জানি !

বলের অপেক্ষা বলী।

ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ,—
কে শেষে হইল জয়ী ?—মৃদু সমীরণ !

কর্ত্তব্য গ্রহণ।

কে লইবে মোর কার্য্য ? কহে সন্ধ্যা রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি!

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি।

রাত্রে যদি সূর্য্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

মোহ।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে!

ফুল ও ফল।

ফুল কহে ফুকারিয়া—ফল, ওরে ফল,
কতদূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্!
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি!

অস্ফুট ও পরিস্ফুট।

ঘটিজল বলে, ওগো মহা পারাবার
আমি স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার!
ক্ষুদ্র সত্য বলে মোর পরিষ্কার কথা,
মহাসত্য তোমার মহান্ নীরবতা!

প্রশ্নের অতীত।

হে সমুদ্র, চিরকাল কি তোমার ভাষা?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর?
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর।

স্বাধীন পুরুষকার।

শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি ত স্বাধীন—
ধনুকটা একঠাঁই বদ্ধ চিরদিন!
ধনু হেসে বলে, শর, জান না সে কথা
আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা!

বিফল নিন্দা।

তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল।
শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমুল—
যতক্ষণ নিন্দা করে আমি চুপে চুপে
ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে!

মোহের আশঙ্কা।

শিশু পুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা
শ্যামল সুন্দর স্নিগ্ধ, গীতগন্ধ ভরা;
বিশ্ব জগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যত কাল থাকি তুমিও থাকিয়ো!

স্তুতি নিন্দা।

স্তুতি নিন্দা বলে আসি—গুণ মহাশয়,
আমরা কে মিত্র তব? গুণ শুনি কয়—
দুজনেই মিত্র তোরা শত্রু দুজনেই—
তাই ভাবি শত্রু মিত্র কাবে কাজ নেই।

পর ও আত্মীয়।

ছাই বলে, শিখা মোব ভাই আপনার,
ধোঁয়া বলে, আমি ত যমজ ভাই তাব।
জোনাকি কহিল, মোর কুটুম্বিতা নাই
তোমাদের চেয়ে আমি বেশি তাব ভাই!

আদি রহস্য।

বাঁশী বলে, মোর কিছু নাহিক গৌরব,
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি,—
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি!

অদৃশ্য কারণ।

রজনী গোপনে বনে ডালপালা ভরে'
কুঁড়িগুলি ফুটাইয়া নিজে যায় সরে'।
ফুল জাগি বলে, মোরা প্রভাতের ফুল,
মুখর প্রভাত বলে নাহি তাহে ভুল।

সত্যের সংযম।

স্বপ্ন কহে—আমি মুক্ত! নিয়মের পিছে
নাহি চলি!—সত্য কহে—তাই তুমি মিছে।
স্বপ্ন কয়. তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে!
সত্য কয়, তাই মোরে সত্য সবে বলে।

সৌন্দর্য্যের সংযম।

নর কহে—বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি!
নারী কহে জিহ্বা কাটি—শুনে লাজে মরি!
পদে পদে বাধা তব—কহে তারে নর।
কবি কহে—তাই নারী হয়েছে সুন্দর।

মহতের দুঃখ।

সূর্য্য দুঃখ করি বলে নিন্দা শুনি স্বীয়,
কি করিলে হব আমি সকলের প্রিয়?
বিধি কহে ছাড় তবে এ সৌর সমাজ,
দু'চারি জনেরে লয়ে কর ক্ষুদ্র কাজ।

অনুরাগ ও বৈরাগ্য।

প্রেম কহে, হে বৈরাগ্য, তব ধর্ম্ম মিছে।
প্রেম, তুমি মহামোহ—বৈরাগ্য কহিছে—
আমি কহি ছাড়্ স্বার্থ, মুক্তিপথ দ্যাখ্!
প্রেম কহে, তা হ'লে ত তুমি আমি এক!

তত্ত্বজ্ঞানহীন।

যার খুসি রুদ্ধ চক্ষে কর বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই সত্যের আলোকে।

বিরাম ।

বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা ।

জীবন ।

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা ।

অপরিবর্ত্তনীয় ।

এক যদি আর হয় কি ঘটিবে তবে ?
এখনো যা হ'য়ে থাকে তখনও তা হবে ।
তখন সকল দুঃখ ঘোচে যদি ভাই ?
এখন যা সুখ আছে দুঃখ হবে তাই ।

অপরিহরণীয় ।

মৃত্যু কহে পুত্র. নিব, চোর কহে, ধন,
ভাগ্য কহে, সব নিব যা তোর আপন !

নিন্দুক কহিল, লব তব যশোভার,
কবি কহে কে লইবে আনন্দ আমার ?

সুখদুঃখের একই স্বরূপ।

শ্রাবণের মোটা ফোঁটা বাজিল যূথীরে,—
কহিল, মরিনু হায় কার মৃত্যুতীরে !—
বৃষ্টি কহে, শুভ আমি নামি মর্ত্তামাঝে,
কারে সুখরূপে লাগে কারে দুঃখ বাজে !

চালক।

অদৃষ্টেরে শুধালেম—চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ?
সে কহিল ফিরে দেখ।—দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি !

সত্যের আবিষ্কার।

কহিলেন বসুন্ধরা,—দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে।

রাত্রে আমি লুপ্ত যবে, শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ম্ময়ী লেখা!

সুসময়।

শোকের বরষা দিন এসেছে আঁধারি'
ও ভাই গৃহস্থ চাষী ছেড়ে আয় বাড়ী!
ভিজিয়া নরম হ'ল শুষ্ক মরু মন,
এই বেলা শস্য তোর করেনে বপন!

ছলনা।

সংসার মোহিনী নারী কহিল সে মোরে
তুমি আমি বাঁধা রব নিত্য প্রেমডোরে।
যখন ফুরায়ে গেল সব লেনা-দেনা,
কহিল, ভেবেছ বুঝি উঠিতে হবে না?

সজ্ঞান আত্মবিসর্জ্জন।

বীর কহে, হে সংসার, হায়রে পৃথিবী,
ভাবিস্‌নে মোরে কিছু ভুলাইয়া নিবি!

আমি যাহা দিই তাহা দিই জেনেশুনে,
ফাঁকি দিয়ে যা পেতিস্ তার শতগুণে।

স্পষ্ট সত্য।

সংসার কহিল, মোর নাহি কপটতা,
জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, সবই স্পষ্ট কথা।
আমি নিত্য কহিতেছি যথাসত্য বাণী,
তুমি নিত্য লইতেছ মিথ্যা অর্থখানি!

আরম্ভ ও শেষ।

শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহঙ্কার তবে।
আরম্ভ কহিল, ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ উদয়!

বস্ত্রহরণ।

সংসারে জিনেছি বলে দুরন্ত মরণ
জীবন বসন তার করিছে হরণ।

যত বস্ত্রে টান দেয়, বিধাতার বরে
বস্ত্র বাড়ি চলে তত নিত্যকাল ধরে।

চির-নবীনতা।

দিনান্তের মুখচুম্বি রাত্রি ধীরে কয়,—
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়!
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।

মৃত্যু।

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ,—তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মত নিত্যকাল দোলে।

শক্তির শক্তি।

দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে—
রাত্রি যেই হল সেই অশ্রু যায় বয়ে।

আলোরে কহিল—আজ বুঝিয়াছি ঠেকি
তোমারি প্রসাদবলে তোমারেই দেখি!

ধ্রুব সত্য।

আমি বিন্দুমাত্র আলো, মনে হয় তবু
আমি শুধু আছি আর কিছু নাই কভু।
পলক পড়িলে দেখি আড়ালে আমার
তুমি আছ হে অনাদি আদি অন্ধকার।

এক পরিণাম।

সেফালি কহিল আমি ঝরিলাম, তারা!
তারা কহে, আমারো ত হল কাজ সারা,—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের সেফালি।

সম্পূর্ণ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়। | | | পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।